চিত্তস্পন্দন



কলিকাতা

সন ১৩১১ সাল।

কলিকাতা,
১১৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট একমি প্রিংণ্টিং এবং প্রসেস্ কার্য্যালয়ে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
ও
৯ নং কেণ্ডেরডাইন লেন হইতে শ্রীলালবেহারী
রায় চৌধুরী,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



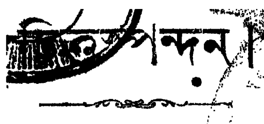


নয়নে তপন; তব মনে সুধাকর,
প্রতি লোমকূপে প্রভু বিশ্ব চরাচর,
নেত্র-উন্মীলনে দিবা, মুদিলে রজনী,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, তব বাক্যে বীণাপাণি—
সকল(ই) তোমার গুরো! কি আছে আমার?
হৃদি যে পূজিতে চায়—এ সাধ(ও) তোমার।
বিশাল সাগর-বক্ষে তরঙ্গের মালা
তুলিয়া যেমন খেল', এও সেই খেলা!
তোমায় আমায় প্রভু একই পরাণ,
পূজার কারণ বুঝি 'আমি' ব্যবধান!
তুমি গাঁথিয়াছ আজ কবিতার হার,
দেখি কত সাজে নাথ!—পর একবার।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা





শ্রীভগবান।

(১)

কি জানি কি হও তুমি পুরুষ কি নারী
যখন যে ভাবে রাখ' সে ভাব আচরি ;
যা' করাও কিম্বা কর, সকলেতে চিত্ত হর,
তুমি যে সর্ব্বস্ব মম ইষ্ট প্রাণাধার,
সর্ব্ব কর্ম্ম মধ্যে দেখি তব সুবিচার।

(২)

গুরু হ'য়ে শিষ্য সাজি' আপনি আচরি,
আদরে ধরাও ভাব শত যত্ন করি ;
নিদ্রায় আচ্ছন্ন আমি ! যত্নে সেবা কর তুমি,
এ করুণা তব দেব ! শক্তি সঞ্চারণে,
শিখাইছ সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিব কেমনে।

(৩)

নিত্য কর্ম্মে উদাসীন না হইব আর—
সঙ্গত্যাগে প্রাণপণ হইবে আমার ;
জনতা কি নিরজনে, কথা ক'ব তোমা সনে,
একান্তে চরণসেবা প্রণব ভিতরে,
ধ্যানে জপে সঙ্গত্যাগ, শিখাইলে মোরে।

(৪)

তোমার আশ্রয়ে আমি—কি ভয় আমার ?
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাজি লই শরণ তোমার ;
চিত্ত যে লহরী তুলে, 'আমার কি' এই বলে,
মিথ্যা চিত্ত, মিথ্যা রঙ্গ—এ ভাঙ্গার ভার
প্রভুর যখন, দাসী নিশ্চিন্ত এবার।

(৫)

আমার রক্ষার ভার, সতত তোমার ;
আমি দাসী, আজ্ঞা তব আছি পালিবার।
করুক কল্পনা শত, চিত্ত মন অবিরত,
আমি দেখি মূলে গুরো ! সব একাকার,
চৈতন্য ও জড়ে তব পূর্ণ অধিকার।

(৬)

কোথা আমি ? কোথা মন বুদ্ধি অহঙ্কার ?
সাগর-লহরী সম এ খেলা তোমার ;
তোমাতে কল্পনা জাত,তোমাতে মিলায় নাথ !
গায়ত্রী সাবিত্রী তুমি, তুমি মূলাধার !
শ্বাস-রূপা ! কর তুমি সকলে বিহার।

(৭)

প্রণব মূরতি তব, মরি কি সুন্দর !
ভাবময়ী তুমি সত্য, বাক্য অগোচর,
আমারে লইয়া কোলে, খেল কত বিন্দু স্থলে,
সকল ভুলিয়া দেখি বিস্মিত নয়নে ;
সর্ব্ব দুঃখ শান্তি মম তোমার চরণে।

(৮)

আমার "আমিই" তুমি, নিশ্চয় নিশ্চয়,
সর্ব্ব মহাবাক্য, দেব! এই কথা কয়;
চিত্ত যে লহরী তুলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে,
তোমার প্রীত্যর্থে দেহ রচনা এবার,
যা' করাও—করি, কিন্তু সকলি তোমার।

(৯)

তোমার মায়ায় থাকে আচ্ছন্ন যখন
জীব ভাব, কর্ম্মেবদ্ধ বিষয়ে মগন;
যাহা কিছু দুঃখ উঠে, তোমাতে সে দোষ রটে,
ক্ষম প্রভো! দুরত্যয়া মায়াটি তোমার
সরাও; পরাণভরি' করি নমস্কার।

(১০)

প্রাণের বাসনা এই, উপাস্যদেবতা!
দীনবন্ধো! দাসী তব চরণ আশ্রিতা।
আমি যে শরণাগতা, তুমি সর্ব্বভয়-ত্রাতা,
কি ভয় যাহার নিত্য এমন সহায়?
নিশ্চিন্ত—নির্ভয়—আমি তোমার কৃপায়।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"

কোথা আছ দয়াময় ?
শুনি বেদে বলে আছ সর্ব্বস্থলে
সর্ব্বসাক্ষী তুমি পূর্ণ বিশ্বময়॥
শব্দ শুনি নিত্য আছ তুমি সত্য
সৃজনে পালনে দেখি সর্ব্বক্ষণে।
চারিদিকে হেরি তব কারিকরি
নিত্য তুমি, শুধু অনুভব প্রাণে॥
সগুণ নির্গুণ কিম্বা শূন্য গুণ ?
নিরাকার কিম্বা হইবে সাকার ?
রূপবান হও রূপাতীত নও
অথবা উভয় ?—ভাবি বারে বার॥
কত করে' গড়া এই তব ধরা
আকাশের তলে কি সুন্দর মরি!
সকলে দেখা'তে আলো লয়ে হাতে
দাঁড়ায়েছ আজি চন্দ্র সূর্য্যোপরি॥
গড়ি' ফুল রাশি মিলায়েছ হাসি
ফুলবালা হাসে চেয়ে তোমা' পানে।
তাই ফুল চয় সারা ধরাময়
ঢালে সুধা বুঝি, হাসি প্রাণে প্রাণে॥

সকলি তোমার ওহে সর্ব্বাধারি !
নিজ রূপ হেরি আপনি বিভোর।
দেখিয়া বিভূতি মুগ্ধ হয় মতি
চিত্ত রূপে তুমি হও চিত্তচোর ॥

—: o :—

"মামেবৈষ্যসি"-জ্ঞানযোগ।

(১)

প্রভো হইল কেমন ?—

শত চেষ্টা নাহি মানে,কোন্ স্রোতে তরী টানে!
দাঁড়ি মাঝি ফিরাইতে করে প্রাণপণ,
কেহ মরে, কেহ জীয়ে করে পলায়ন।

(২)

কেহ নাহিক এখন!—

তুমি আমি দুটী প্রাণী, কেন নাহি গেলে তুমি?
রাখিলে জীবন, নাথ! দাসী পে'ত প্রাণ,
কেন প্রিয়! কোন্ কাজে সব অবসান?

(৩)

আর নহে দরশন—

তীরে গিরি তরু শ্রেণী, শুধু শুনি শ্রোতধ্বনি
প্রচণ্ড আবর্ত্ত প্রভো! কর দরশন,
তরী ধায় ঘুর্ণিমুখে, নহে নিবারণ!

(৪)

দেখ আবর্ত্ত ব্যাদান!—

কি বেগে তরণী ছোটে,রবি ছোটে নভঃ ছোটে!
তলাতলে হয় বুঝি বিশ্ব নিমগন!
দেহ হ'তে শির বুঝি হয় বা পতন!

(৫)

রক্ষ রক্ষ দয়াময়!—

তোমার সম্মুখে রই, ভয়েতে ব্যাকুলা হই,
দাসী শিরে দেহ পদ—রহুক জীবন;
লয় দাসী পদরেণু—অহো কি দর্শন!

(৬)

প্রভো ! কি এ দরশন ?—

দূরে গিরি-শৃঙ্গ'পরে, কোটী চন্দ্র সূর্য্য স্ফুরে,

জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে মরি! ওরা কোন্‌জন ?—

হরি হরি ! তুমি আমি এদেরি মতন ?

(৭)

দেখ প্রশান্ত ঈক্ষণ !—

কোথায় আবর্ত্ত গেল ! কোথা ভয় লুকাইল !

অর্দ্ধ-নারীশ্বর দেখ খেলায় মগন !—

সংসার-স্বপন ভঙ্গে এই প্রহসন ?

(৮)

অহো ! স্বপন সংসার !—

স্বপ্নে হয় স্বপ্নে লয়, স্বপ্নে মৃত্যু স্বপ্নে ভয়,

স্বপ্নে কত বিভীষিকা, স্বপ্নে আস্ফালন,

স্বপ্নে শু'য়ে হাহা হুহু, গিরি আরোহণ !

(৯)

একি অদ্ভুত স্বপ্নন !—

সংসার আবর্ত্ত তুলে, মোহ গর্ত্তে দ্রুত ফেলে,

জীবচয়, তৃণ-আঁটি যথা ঘূর্ণি জলে ;

স্বপ্নে, দুঃখে হা হুতাশ—স্বপ্নে, সুখে গ'লে।

(১০)

অহো ! কি দীর্ঘ স্বপন !—

দিন যায় রাত্রি যায়, ঋতু বর্ষ আসে যায়,

ঘুরে ফিরে লক্ষ জন্মে একই স্বপন !

কটাক্ষে জাগা'তে পারে ! সে দৃষ্টি কৃপণ !

(১১)

অহো এ খেলা তোমার !—

কোটী প্রাণী সাথে শু'য়ে,একই স্বপ্নে মহাভয়ে,
'কত করে ছট্‌ফটি ডাকা-হাঁকা মনে,
কাছে শু'য়ে স্বপ্নে ডাকা, কেহ নাহি শুনে !

(১২)

কেহ জাগ্রত সুজন—

ঘুমন্তে বেহুঁস জনে, 'জাগ !' ধীর সম্বোধনে,
অঙ্গুলি পরশে নব শক্তি সঞ্চারণ,
জাগ্রত-কথায় ছোটে সংসার-স্বপন !

(১৩)

একি রহস্য তোমার ?—

একা খেলা নাহি হয়, একা বহু তাই হও,
আপন কল্পিত সৃষ্টে আপন বিস্ময় !
"অন্য কেহ ?"—"নহি নহি"—"আমিই নিশ্চয়"।

(১৪)

একি আশ্চর্য্য কল্পনা !—

"আমিই নিশ্চয়" তবু, আমাতেই জাত কভু,
চন্দ্রতে চন্দ্রিকা, সূর্য্যে দীধিতি যেমন,
আমাতে আমারি মায়া সহজ তেমন।

(১৫)

একি বিচিত্র রচনা !—

মনে মনে সমুঝাই, কহনে না ভাষা পাই,
যে দেখায়, যা' দেখায়, সব ছাই রাই,
যা' নাই তাহাই দেখি, যা' আছে না পাই।

(১৬)

অহো ! কি এ দরশন !—

দেখে অর্দ্ধ-নারীশ্বরে, ফিরে চাই চারি ধারে,

একে একে সব লয় ইহার ভিতর !

"তুমি" "আমি" এক দেহে অর্দ্ধ-নারীশ্বর !!

(১৭)

এ কি অপূর্ব্ব মিলন !—

যা'রে চাই পূজিবারে, সেও আসে পূজিবারে !

আপনি আপন প'ায় দিই পুষ্পাঞ্জলী !

নিজ শিরে তুলে লই নিজ পদধূলি !

(১৮)

দেখি কতই সুন্দর !—

"আমাকে"ই আমি দেখি, যত দেখি তত দেখি,

আপনি আপন রূপে গরবে দাঁড়াই !

নিজ অনুরাগে নিজে আপনি বিকাই ।

(১৯)

অহো ! একি চমৎকার !—

যা'দেখি সকলি আমি, তুমি "আমি," আমি
"আমি",

নমস্কারে ইচ্ছে চিত কারে নমি' আর ?

আমি আছি—আমাকেই কোটী নমস্কার !

(২০)

প্রভো ! আর না আঁধার—

মায়ায় মোহিত ক'রে, আর না রাখিও মোরে,

পদপ্রান্তে রাখ' প্রভু ! মিনতি আমার,

স্ববশে থাকিয়া পূজি' চরণ তোমার—

রাখ' মিনতি আমার ॥

"মামেবৈষ্যসি"-ভক্তিযোগ।

(১)

যথায় রয়েছ প্রভু বল বারে বার
তবু যে যাইতে নারি কপাল আমার!
চিদাকাশে নিত্য রও, চিত্তাকাশে এস যাও,
চিত্তাকাশে স্থির হলে মহাকাশে পাই।
মহাকাশে পূজে নিত্য চিদাকাশে যাই॥

(২)

ভিতরে বাহিরে তুমি সর্ব্বত্র প্রকাশ,
তুমিই বলেছ প্রিয়! নাই অবিশ্বাস;
কোথায় ধরিব আমি, তাওত বলেছ স্বামি!
চিত্তে ধরি মহাকাশে করিব পূজন।
ভিতরে বাহিরে পূজি',এই আকিঞ্চন॥

(৩)

কিরূপে ধরিব চিতে? চিত্ত যে চঞ্চল;
ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এ কিসে পাবে বল?
কৃপাও করিছ কত, তবু চিত্ত নহে শান্ত,
এ-মোর করম প্রভু! কর্ম্মে কর ক্ষয়।
সাধনায় সিদ্ধি দিতে হও গো উদয়॥

(৪)

সর্ব্বদা চঞ্চল তবু তা'র অন্তরালে,

পাগল বিরমে যবে, দেখে সেই কালে,

প্রতিবিম্ব স্থির জলে, নেচে উঠে কুতূহলে,

তখনি প্রক্ষিপ্ত চিত্ত হারায় তোমায়।

আবার বিষাদে মগ্ন—সব ছেড়ে যায়॥

(৫)

দিন যায়—আরও যায়, কি হবে আমার ?

সাধনা না হয় পুরো ! কি খেলা তোমার !

আজ কেন কৃপা ক'রে, আসিয়া হিয়ার'পরে,

অদরে কপোল ধরি' করিলে চুম্বন ?

শিহরিনু'—প্রাণে শত আশা জাগরণ !

(৬)

আয় আশা, আয় আয় হৃদয়ে আমার,

তোরে ছেড়ে করিয়াছি বড় হাহাকার ;

"নিশ্চয় পাইব আমি", "নিশ্চয় আসিবে তুমি",

তুমি মোর প্রাণাধার, তুমি প্রিয়তম।

বিশ্বাসে জেগেছে প্রাণ, জেগেছে করম॥

(৭)

নিরজনে নিরজনে আগে আমি চাই,

নির্জ্জনে সতত দেখি, অন্য ইচ্ছা নাই ;

বড়ই নির্জ্জন হবে, কোন প্রাণী নাহি রবে,

সেথা আঁখি ভরে শুধু দেখিবারে চাই।

দেখিয়া দেখিয়া পদে আপনি বিকাই॥

(৮)

গুরু দিয়াছেন ক'য়ে কোথা নিরঞ্জন—
চিত্তাকাশে জ্যোতিঃঘেরা সুনীল আসন
প্রণব ভিতরে তার, করিছে জ্যোতিঃ উঘার,
প্রণব ভিতরে তুমি, তুমি প্রাণাধার !
এ নির্জ্জনে দেখি,বাঞ্ছা সর্ব্বদা আমার॥

(৯)

"এই জীবনেই আমি পাইব তোমায়",
"এই করমেই দেখা তোমায় আমায়",
আশায় মাতিলে মন, সাধনে করে যতন,
অন্য অভিলাষ ছাড়ি' এক আশা ধরে—
মানসে মিটায় সাধ, অন্তি সমাদরে ॥

(১০)

রিপুছয় শান্ত হয়, না ভজে বিষয়,
বধূ বিনা অন্যে দেখা, তোমার না সয় ;
ইন্দ্রিয় নিচয় ভয়ে, চিত্তাকাশে শান্ত হ'য়ে
মনে মনে তব রূপ খুঁজিয়া বেড়ায়;
আর কার (ও) সনে কথা কহিতে ডরায় ॥

(১১)

দিন যায় রাত্রি যায়, না ছাড়ে অভ্যাস,
বিশ্বাসে করিয়া ভর করয়ে প্রয়াস ;
কভু দেখি কাছে তুমি, কভু দূর দূরে ভ্রমি,
চিত্তাকাশে এস যাও হাসা'য়ে কাঁদা'য়ে ॥
প্রাণ চাও হেসে হেসে ভরা-চক্ষে চেয়ে ॥

(১২)

অহো ভাগ্য! এই প্রাণ তোমারি—তোমার,
এই লও প্রাণেশ্বর! করহ বিহার,
প্রাণের কাঙ্গাল তুমি? লও প্রাণ, বাঁচি আমি!
হরি হরি! প্রাণ মন করিয়া গ্রহণ
চিত্তাকাশে দাড়াইলে ভুবনমোহন!

(১৩)

মরি মরি কি সুন্দর মোহন মূরতি!
কি স্নেহ ছড়ায় চক্ষু চাহি আমা' প্রতি!
মানসে করেছি যাহা, সাক্ষাতে করিব তাহা,
মহাকাশে এই নাথ! আশ্রম তোমার!
এস এস, বঁধু এস, আলয়ে আমার॥

(১৪)

চিত্তাকাশে হৃদাসনে বসায়েছি আমি,
ব'স বঁধু সিংহাসনে, দেখি দেখি তুমি
কতই সুন্দর, নাথ! মানসের কোটি সাধ,
একে একে মিটাইব, প্রত্যক্ষে তোমার।
দরিদ্রের মহানিধি তুমি যে আমার!

(১৫)

ব'স সখা! আহারের করি আয়োজন,
সার্থক হইবে আজ আমার রন্ধন;
বড়ই পবিত্র তুমি, যত্নে তুলে দিই আমি,
একে একে হেসে হেসে করহ আহার।
অহো ভাগ্য! এত সুখ অদৃষ্টে আমার!

(১৬)

কতদিন কাঁদিয়াছি করি' আয়োজন,
কল্পনার ভোগে তৃপ্তি পাইনি কখন ;
তুমি আজ নয়নেরে, কেন মন্দাকিনী ঝরে ?
আনন্দে কাঁদায় কেন ইহারা এখন ?
"তোমার সেবায় বিঘ্ন !"—ভয় বাসে মন ॥

(১৭)

এইত করিনু বঁধু শয্যা বিরচন,—
শয়ন করিলে তুমি,—কি শোভা এখন !
এ তাম্বুলে বিনোদন, কর প্রিয় প্রাণধন !
প্রণমি' চরণতলে বসিলাম আমি,
ধীরে ধীরে পদ সেবি—নিদ্রা যাও তুমি ॥

(১৮)

শয়ন ভোজন তব সখের কেবল—
ভক্তের নাহি ত প্রিয় ! কিছুই সুফল ;
তুমি না পূরা'লে সাধ, ভক্ত কোথা যায় নাথ ?
তোমার করুণা মাত্র ভক্ত আকিঞ্চয় ।
তুমি কৃপা কর, তাই সাধ পূর্ণ হয় ॥

(১৯)

আমি গাই গুণ তব, করহ শ্রবণ
বড় ভালবাস, নয়, স্বগুণ-কীর্ত্তন ?
হাসি' হাসি' হাত ধরি', আদর কর যে হরি,
আরত না দূরে থুবে, বল বঁধু বল ?
"স্বস্থানে" যাইতে চাও, সঙ্গে লয়ে চল ॥

(২০)

মরি মরি কি সুন্দর চিদাকাশ ধাম !
তুমি আমি এক হ'য়ে র'ব অবিরাম ;
তবু আমি, আমি র'ব, চরণ হৃদয়ে থু'ব,
যবে ইচ্ছা তুমি আমি শত খেলা করি।
চিত্তাকাশে মহাকাশে বিশ্বরূপ ধরি ॥



পাদপদ্ম।



থাকিবেনা যদি তুমি, কে আসিতে বলে ?
ইহাতে পরাণ মম দ্বিগুণ যে জ্বলে !
এস না—সহিতে পারি ; আসিয়া যেও না।
কেমন কঠিন প্রাণ ?—তোমার লাগে না ?
পূর্ণভাবে আসিবে না—আসিও না আর ;
এই সাধ, সদা দেখি চরণ তোমার॥
চরণ তোমার—তাই সর্ব্বস্ব আমার।
দরিদ্রের মহানিধি প্রাণের আধার॥
চরণ বড়ই ভাল কি বলিব আমি।
চরণেই চিরশান্তি এই দিও তুমি॥
চরণ-সরোজ দেখি অলক্তে রঞ্জিত।
সোনার নূপুর তায় মৃদুল শিঞ্জিত॥
নেচে নেচে এস কাছে ধরি শ্রীচরণ।
হিয়ায় থুইয়া সদা করি নিরীক্ষণ॥
ধীরে ধীরে যবে তুমি আসিছ হৃদয়ে।
প্রতি পদক্ষেপে পদ্ম উঠিছে ফুটিয়ে॥
মধু গন্ধ লোভে অন্ধ কত ভৃঙ্গ তায়।
পাদপদ্মে হৃদি-পদ্মে গুঞ্জে গুঞ্জে ধায়॥
শ্যাম-নীল সরোরুহে সোনার ভ্রমরী।
সব ভুলে লাগি রহু' দিবস শর্ব্বরী॥

আলোল কবরীভার মুখশশী তায়।
কাল'মেঘ কোলে চাঁদ ভাসিয়া বেড়ায়॥
তোমার মধুর রূপ কি বলিব আমি,
হিয়ায় থুইয়া পদ না দাঁড়ালে তুমি ?
শিবচক্ষে আঁখি থুয়ে সেই আঁখি নিয়ে
চাহিলে তোমার পানে কি আসে ভাসিয়ে !
কি বলিব কা'র পানে তুমি চেয়ে রও।
শুধু হাসি-ভরা মুখ কাহারে দেখাও॥
অসি মুণ্ড বিভীষিকা বহিরাবরণ।
ভিতরে আনন্দময়ী সুধা বরিষণ॥
সে সুধায় করি' স্নান হইয়া শীতল।
পাদপদ্ম ধরি' করি জনম সফল॥



জীব ও জীবাত্মা।

পরিচয় নাহি কেন দাও আপনার?
কে তুমি, নিবাস কোথা?
ভ্রম কেন যথা তথা?
কা'র ও মূরতী খানি প্রেমের আধার?
অন্ত জরায়ুজ মাঝে
মধুর প্রতিম সাজে
অনন্ত ব্যাপিয়া তুমি আছ নিরন্তর।
স্বেতজ উদ্ভিজ'পরে
নানারূপ আছ ধ'রে
কভু বা প্রকৃতি, কভু পুরুষ সুন্দর॥
কভু দীন অতিশয়
কথন ঐশ্বর্য্যময়
কথন গম্ভীর, কভু হও বা চঞ্চল।
কভু সাজ' মহাবীর
কভু হেরি অতি ধীর
কোমলে কঠিন, কভু কঠিনে কোমল॥
কথন বিচারে ভরা
কভু বা পাগল-পারা
তোমার প্রকৃতি সনে কত খেলা কর!

হাসি-হাসি-মুখে চাও
ধরা ছোঁয়া নাহি দাও
কে তুমি আমার হও ? কিবা নাম ধর ?
হৃদয়-জলধি জলে,
স্ফুট-কোকনদদলে
ক্ষণে স্থিতি, ক্ষণে লয়, চলোর্ম্মি চঞ্চলে।
কোথা নিত্য তব স্থিতি ?
বল প্রভু ! এ মিনতি
কোথা সে পরম পদ ? থিরে—কি চঞ্চলে ?
আকাশ বিথার কিসে ?
কেন বা বিজলী এসে ?
কি দেখায়, কিবা দেখে, কেন এ চপলা ?
আধারে আলোক মেখে
সুপ্ত আশা উঠে জেগে
কে খেলায়, কেন খেলে, কার বা এ খেলা ?
যে হও সে হও তুমি
আমার "আমিই" তুমি
কত থির—কত শান্ত—তুমি থাক যথা।
শুধই আনন্দময়
প্রাণ মন লীন হয়
কত কোটী চন্দ্র সূর্য্য নিত্য উঠে তথা॥

—:•:—

জীবন কাহিনী ।

খেলিয়াছি কত খেলা বালিকা সময় ।
নাহি সুখ দুঃখ কোন, সকলেতে সমজ্ঞান,
যেদিকে তাকাই, সব ভালবাসা-ময় ॥
চারিদিকে কলরব, উষা আগমনে সব,
হাসিয়া প্রকৃতি সতী উঠিত যখনি ।
কচি কচি ফুল গুলি, ঘুমঘোরে ঢুলি' ঢুলি'
টিপি' টিপি' হাসি' হাসি' ফুটিত অমনি ॥
ছোট ছোট পাতে পাতে,শিশির পড়িত তা'তে,
আদরে জননী যেন ধোয়াইত মুখ ।
আপন আঁচল নিয়া, সস্নেহে মুছা'য়ে দিয়া,
ছড়াইত বিশ্বমাতা, বিশ্বময় সুখ ॥
মা'র কোল হ'তে উঠি' বাগানে যেতাম ছুটি'
শাখি শিরে পাখী গুলি বসি' সারি সারি ।
একে একে ডেকে ডেকে, জাগাইত একে ওকে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজ স্বরে ললিত মাধুরী ॥
দু'হাত তুলিয়া ডাকি, আয় আয় আয় পাখী !
আমার খেলায় জুটি করিব রে তোরে ।
যতনে শিখা'ব বুলি,মুখে দিব ক্ষীর তুলি',
রাখিব আমার সেই ছোট খেলা ঘরে ॥
সখী সনে কত খেলা, খেলেছি শৈশব বেলা—
দিতাম পুতলী সাথে পুতুলের বিয়ে ।

বর ক'ণে কুতূহলে, সাজা'তাম নানা ফুলে,
উলটি' পালটি' কত দেখিতাম চেয়ে ॥
সাধের তনয়া যবে, শ্বশুর আলয়ে যাবে,
কাঁদিতাম মায়ে ঝিয়ে করি' গলাগলি।
জনক জননী আসি', জিজ্ঞাসিত হাসি' হাসি'
"কেমনে মেয়ের বিয়ে লুকা'য়ে মা দিলি ?"
ঢাকিতাম মুখ খানি, মায়ের আঁচল টানি',
জনক জননী কত করিত চুম্বন।
খেলার পুতল আমি, খেলিছেন বিশ্বস্বামী,
হায়রে, একথা মনে হয়নি তখন!
কখন বালিকা গড়ি', কভু বা যুবতী নারী,
কখন বা বৃদ্ধা জরা, শিরে শুভ্রকেশ ;
কভু বা সাজা'য়ে রাণী, কভু ক'রে ভিখারিণী,
কখন গৈরিক বাসে আবরিছ কায়।
নিতুই ত এই খেলা, খেলেছি শৈশব বেলা,
আজ দেখি সেই খেলা সারা বসুধায় ॥
কভু পতি পাশে সতী, হাসি' হাসি' সারা রাতি,
সোহাগে পোহায় কত সাধের শর্ব্বরী।
কখন সিন্দুর ভালে, ইন্দু আভা যেন জ্বলে,
কখন বা শিরে হাত হাহাকার করি ॥
দাম্পত্য-প্রণয়-ফল, পুত্ররূপী শতদল,
ফুটিলে, হৃদয়ে নিত্য আনন্দ অপার।
দ্বিতীয় শশাঙ্ক মত, মা'র বুকে খেলে কত,
এই দেখ—এই নাই—সব অন্ধকার !!

কভু ধরা সুখময়, সুখের লহরী বয়,
কভু হের ঘোরতর শুধুই আঁধার!
মিথ্যা মায়া মোহ ধরি', কেন বা হেথায় ঘুরি,
কেবা আমি? কারে বলি 'এই আপনার'?
কেবা স্বামী কেবা পিতা? মিলন বিয়োগ কোথা?
সকলইত সেই বিভু, তিনি ত সকলি।
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি হয়, সমভাবে পূর্ণময়,
বৃথা কেন হাসি কাঁদি সুখে দুঃখে ভুলি'॥
কা'র প্রতি ভালবাসা, কা'র প্রতি দ্বেষ হিংসা,
কা'রে বলি ঘোর শত্রু? কা'রে প্রিয়জন?
দেখিয়া না দেখ চিত, হায় রে শিখা'ব কত!
সেইত সকলে ভাসে প্রাণের রমণ॥
আদি অন্ত নাহি পায়, তবু চিত্ত বেগে ধায়,
কে যেন অনন্ত টানে অধীর করায়।
তাই বুঝি সে আমার, সে বিনা নাহিক আর,
সেই খেলে কত ছলে লইয়া আমায়॥
তার মায়া আবরণে, সুখ দুঃখ উঠে মনে,
অলীক মায়ার ক্রীড়া, যা'নাই তা' বলে।
আদর্শনে কাঁদি তাই, দেখা দিলে ভুলে যাই,
সত্য সনাতন তুমি পূর্ণ সর্ব্বস্থলে॥
শতবার জন্মি মরি, না ডরাই তায় হরি,
জনমে মরণে কৃপা রেখ' দয়াময়!
না চাই স্বরগে ঠাঁই, ধর্ম্ম মোক্ষে কাজ নাই,
তোমাতে আমাতে যেন মেশামিশি রয়॥

——:•:——

আত্মবিচার

কি কার্য্য সাধিতে আজ আসিয়াছি হেথা ?
ভুল ! ভুল ! সবই ভুল ! আমি—"আমি"
কোথা ?

অনন্ত স্বরূপ ভুলে
ক্ষুদ্র দেহ "আমি" ব'লে
সাজিয়াছি পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্বামী,
আমি, "আমি" নাহি জানি,তবু ভ্রমে ভ্রমি।

হুজুরে হাজির মত
দাস দাসী সেবে কত
তুমি কেবা প্রভু সেজে করি'ছ তাড়ন ?
কা'রে বল রোষে দ্বেষে করিয়া গর্জ্জন ?

মোহ ঘোরে অচেতন
হ'য়ে আছ সর্ব্বক্ষণ
কাম ক্রোধ লোভ মোহে ভাবি' নিজ জন,
ভৃত্য সম কর সদা চরণ সেবন।

গেছে গেছে দিন কত
বৃথা কাজে অবিরত
হও এবে সাবধান বুঝে চল মন,
যা'কিছু সকলি দেখ মিছা এ স্বপন।

"স্বামি" "স্বামি" বলি যা'রে
সেবিয়াছ কত ক'রে
ধরে ছিলে আশালতা সুখ শান্তি আশে—
সব মিথ্যা ছিন্ন ভিন্ন আজ কাল বশে।
যার তরে দেহ পাত
করেছিলে দিন রাত
পদানত দাসী প্রায় করেছ সেবন,
অপবিত্র দেহে দেছ প্রেম আলিঙ্গন।
সেই আজ গেছে কোথা
সেই আমি আছি হেথা
কেবা আমি, কেবা স্বামী, কেবা পরিজন?
হরি হরি! সব ভুল—নিশার স্বপন!
ক্লান্ত জন পান্থশালে
এসে ব'সে কুতূহলে
ক্রমে আসে কত শত নর নারীগণ,
শিষ্টাচারে মিষ্টালাপে করায় যাপন।
দণ্ডতরে পরিচয়
শত্রু মিত্র কেহ নয়
কর্ম্ম শেষ করি, করে যথেচ্ছাগমন;—
তেমতি এ বিশ্বে জেন' ক্ষণিক মিলন।
ছাড়' ছাড়' ছাড়' "আমি"
একবার দেখ "তুমি"
আপনা আপনি সব হবে আকুঞ্চন;
"তুমি" "তুমি" "তুমি" বিনা নাহি অন্য জন।

রোগে শোকে কাঁদ' যত
সুখে দুখে ভাস' তত
ভ্রান্ত চিত নাহি বুঝ' "আমি" কেবা হয়,
হরি হরি! সব মিছা, কেহ কা'রও নয়!
"স্বামী" "স্বামী" বল কা'র?
তুমি কেবা হও তা'র?
স্বামীত্বে পশুত্ব নাই—শুদ্ধ সত্ত্বময়!
জড় ও অস্থায়ী দেহ স্বামী-যোগ্য নয়।
সতী নারী হয় যেই
পতি ছাড়া কভু নেই
পতির নাহিক কভু জন্ম মৃত্যু ভয়—
সতী তেজে জ্যোতির্ম্ময়—পতি মৃত্যুঞ্জয়!
বিধবা অনাথা বালা
কভু কিগো কুলবালা
নশ্বর জড়ের তরে কেন কাঁদ' এত?
দেখ স্বামী অবিনাশী—নিত্য—অবিকৃত!
জড় দেহে দেছ' প্রাণ
হও এবে সাবধান
দরিদ্র কোথায় বল মহারত্ন পাবে?
কিবা তা'র আছে, দিয়া তোমায় তুষিবে?
যে জন পশুত্ব করে
তবু "স্বামী" বল তা'রে?
ধিক্ ধিক্ সতী ব'লে দাও পরিচয়!
সতী যে, তাহার স্বামী জিতেন্দ্রিয় হয়।

প্রেম—প্রেম, পবিত্রতা
প্রেমে নাই মলিনতা
ধ্বংস করে রিপুচয় নিজ তেজ ঢালি',
বহ্নি যথা নিজ তেজে পোড়ায় সকলি।
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নাই
"আমি" "আমি" ভুলে যাই,
শুধু থাকে নিত্য শান্তি, পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়,
শুনিয়াছি অপরোক্ষ জ্ঞান, প্রেমময়।
নহে প্রেম বল যা'রে,
কে'না এই প্রেম করে ?
পশুত্ব প্রণয় যদি, এই মনে হয়—
দেখ এই প্রেমে মত্ত কেবা আজ নয়।
জলচর স্থলচর
মূর্খ জ্ঞানী নারীনর
মত্ত হয়ে সেবে সব ইন্দ্রিয়ের পা'য় ;
ধিক্ শত ধিক্, তা'র সত্তা গরিমায় !
দুই চারি পুঁথি প'ড়ে
জ্ঞানী ভাব' আপনারে
মধুর বচনে তোষ', লোকের অন্তর—
হলাহল নিজ হৃদে কিন্তু নিরন্তর।
অন্যেরে লুকা'তে পার',
নিজেকে লুকা'তে নার'
যা'র কাছে চাপা দিতে করিছ প্রয়াস,
সেই সেই সেই তুমি, জানিও নির্য্যাস।

বৃথা করি প্রাণপণ
লভিয়াছ বিদ্যাধন
পরকে বুঝা'তে পার' ব'লে ঘট মট্ ;
নিজে শিক্ষা লভ' আগে নিজের নিকট।

উচ্চ মান যদি চাও
তৃণ সম নত হও
বহ্নিতে চাপিতে কোথা ভস্মরাশি পারে?
আপনার তেজে সেই, দিক্ আলো করে।

পতঙ্গম আসে ঝাঁকে
কেবা বল ডাকে তা'কে?
দীপ কি দিয়াছে কিছু নিজ পরিচয়?
ফুটিলে কমল, ভৃঙ্গে ডাকিতে কি হয়?

যশ লাভে যদি মন
আগে লভ' নিত্যধন
বাঞ্ছা কল্পতরু সে যে, যা' চাও তা' পাবে;
সে কীর্ত্তি অক্ষয় তব—চিরদিন রবে।

তবু কিন্তু যেতে হ'বে
নাম যশ প'ড়ে র'বে
তা'র লাগি' কর কিছু গোপনে সঞ্চয়,
আড়ম্বরে বল হবে কোন্ ফলোদয়?

দেখ দেহে রোগ জরা
দুই দিন পরে এরা
পশিবে তোমার ওই সুন্দর শরীরে,
তুমি তবে কেম বল বাস্ত এর তরে?

"প্রেম" "প্রেম" কর যা'রে
সে প্রেম রাখিবে দূরে
রোগে শোকে জীর্ণ তনু শক্তিহীন হবে ;
বল বল কি করিলে, এসে এই ভবে ?
সুখ যত দেখিলে ত ?
তবু কেন সুখে মত্ত ?
কামনার ক্ষয় বিনা সুখী নহে কেহ ;
হ'তে চাও কাম-জয়ী ? কামনা ত্যাজহ।
হ'তে চাও প্রেম দাস ?
ছাড়' ভবে তুচ্ছ আশ—
ছাড়' ছাড়' আগে ছাড়' কামিনী কাঞ্চন ;
নিত্য প্রেম চাও যদি, সঁপে দাও মন।
প্রেমময় সে আমার
অনন্ত ভাণ্ডার তা'র
হীনে কি করিতে পারে দারিদ্র্য ভঞ্জন ?
হ'তে চাও মহাধনী ?—ভজ' নিরঞ্জন।
দিনে দিনে বল পা'বে
সব জ্বালা দূরে যা'বে
সেই এক বিশ্বস্বামী সবার জীবন ;
তা'রে ত্যজি' নরে কেন কর আকিঞ্চন ?
হৃদি স্বামী যদি চাও
কেঁদে তা'র কাছে যাও
দাও প্রেম আলিঙ্গন, পূজ' সে চরণ ;
সেই পতি, তা'রে কেন কর না বরণ ?

সেই পত্নী, সেই স্বামী,
সে ছাড়া নহ ত তুমি
সেই পিতা, সেই মাতা, সেই ভাই বোন,
সেই তুমি, সেই আমি, সেই এক জন।
সেই শত্রু, সেই মিত্র,
সেই কন্যা, সেই পুত্র,
কা'রে পূজ', কা'রে ত্যজ', কেবা তব পর ?
জগত রমণ সে যে সবার ভিতর।
সর্ব্বত্রই তা'র স্থান
হ'য়ে যাও সাবধান
সত্য বটে তা'র মায়া সর্ব্বত্র ব্যাপক,
কিন্তু পরিচ্ছিন্ন সদা তাহার নিকট।
মহাকাশে দেখ যত
তাঁ'রি খেলা শত শত
দুই চক্ষু সেথা নয়—অগণ্য নয়ন !!
তা'রে ফাঁকি দিতে চাও? একি অলক্ষণ !
ত্যাগী গৃহী যেই হও
গৃহে মহারণ্যে রও
অথবা পাতাল তলে থাক' নিমগন,
সম ভাবে তার চক্ষু করিছে দর্শন।
ত্যজ' বৃথা আস্ফালন
ধন যশ আকিঞ্চন
ভাবঘরে খাঁটি হও, পাবে সেই ধন,
ধীরে ধীরে নিজ পুরে কর অন্বেষণ।

"এ জন্মে হবেনা কিছু"—
এ ভেবে হ'য়োনা পিছু
হয় হ'ক, নাহি ভয়, কিবা আসে যায় ?
কর্ম্মে অধিকার তব—কর্ম্মফলে নয়।
অনিত্য শরীর এই
এই আছে—এই নেই !
কৃমি কীট ছাই মাটী এর পরিণাম !
যতক্ষণ আছ', গাও মধু রাম নাম
দীনা হীনা নাহি জানি
মহাজন বাক্য শুনি
যা' এল প্রাণের ভাষা করিনু জ্ঞাপন—
অপরাধ ক্ষমা কর, শান্ত সুধী জন।



আমার ঈশ্বর।

(১)

এমন নির্জ্জীব কিরে আমার ঈশ্বর ?
এক হাতে সূর্য্য ধরি'　　আর হাতে চন্দ্র করি
গতি দেন নিরন্তর যুগ যুগান্তর,
অনন্ত প্রতাপ তিনি, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।

(২)

তাঁহার অসীম শক্তি ভাব' একবার—
পদাঙ্গুলি স্পর্শে যাঁর　　পায় তেজ পারাবার,
বহিছে, বহিবে, ধরি' যুগ যুগান্তর,
বিরাট পুরুষ সেই, আমার ঈশ্বর!

(৩)

বারেক চাহিয়া দেখ ঊর্দ্ধে একবার—
ঐ যে পয়োদ ছোটে　　ঐ যে নক্ষত্র ফোটে
সাগরে তরঙ্গ আর বুদ্‌বুদ্‌ যেমন,
আমার-তাঁহার অঙ্গে উহারা তেমন।

(৪)

ঐ যে বহিছে বায়ু তোমার জীবন,
বিশ্ব হ'তে বিশ্বান্তরে　　বাঁচে জীব যার তরে
বিভুর অনন্ত ঐ নিশ্বাস ক্ষেপণ,
প্রশ্বাসেতে সৃষ্টবিশ্ব দেহেতে মগন।

(৫)

যাঁর শ্বাসে জীয়ে জীব, প্রশ্বাসে প্রলয়
কোটী চন্দ্র সূর্য্য তবে   গতি ছাড়ি' প্রবেশিবে
যাঁহার বিপুল অঙ্গে—হইবে নিলয়,
আমার ঈশ্বর তিনি, অন্য কেহ নয়।

(৬)

অন্তহীন শত বিশ্ব, কোটী সূর্য্য তারা,
তাহাদের কাছে তব   স্থান কোথা মনে ভাব'
আর ভাব' তোমার ও গর্ব্ব অহঙ্কার,
রেণু সূক্ষ্ম তেজ বই পাওনি যাঁহার।

(৭)

কে বলে নির্জ্জীব হায় আমার ঈশ্বর ?
জড়ের কি উপাসনা   হয় কভু এ ভাবনা ?
পরিপূর্ণ চিৎ সেই ঈশ্বর আমার,
প্রাণ রূপে অণু রেণু মধ্যেতে বিহার।

(৮)

তুমি কি দেখিছ আজ শুধু জড়ময় ?
এখন(ও) বহিছে শ্বাস   তবু কর অবিশ্বাস
কে আছে তোমার মাঝে দেখ একবার,
হেরি' সে নির্ম্মল জ্যোতিঃ ঘুচিবে আঁধার।

(৯)

তুমি নাই—সেই আছে—পূর্ণ জ্ঞানময়,
নাহি ক্ষয় কোন কালে   পূর্ণ সে যে সর্ব্বস্থলে
তরু লতা গিরি গুহা সাগর নিচয়
আমার-তাঁহার অঙ্গে—তা'তে কিছু নয় ;
নির্জ্জীব আমার প্রভু এমন কি হয় ?

শুন আরাধ্য দেবতা

শুন আরাধ্য দেবতা !
ত্যজি কুল ধর্ম্ম লাজ, বিজনে এসেছি আজ,
শুনাইতে দুটো প্রভো ! সুখ দুখ কথা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
আর না ডারিহ মোরে, কুহক পূরিত পুরে,
হাঁসিব কাঁদিব নাথ ! একা বসি হেথা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
শুন বা না শুন তুমি, তোমারে সাজা'য়ে আমি,
একে একে নিবেদিব মরমের ব্যথা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
থাক্ ব্যবধান শত, তবু জনমের মত,
স্থাবর জঙ্গম আদি নব পুষ্প লতা
শুন আরাধ্য দেবতা !
থাক' গোপনে গোপনে, আমি প্রকৃতির সনে
মিলাইয়া তোমা' প্রভু কব দুঃখ কথা
শুন আরাধ্য দেবতা !
কোথা লুকাইবে আর, আমি জেনেছি এবার
এ হৃদয়ে আছ নাথ ! নিত্য তুমি গাঁথা
শুন আরাধ্য দেবতা !

যদিও গোপনে রও, আমার প্রকাশ্য হও,
পার' কি যাইতে প্রভু মোরে ত্যজি' কোথা ?
শুন আরাধ্য দেবতা !
কিছু না করিতে পারি, তোমারে একান্তে স্মরি'
ছাড়িব নশ্বর দেহ আমার বিধাতা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
বিপিনে চন্দ্রমা সাথে, মধুর পূর্ণিমা রাতে
হাসিবে যখন সুখে ফুল্ল ফুলে লতা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
হাসিব হৃদয় ভরে, সব জ্বালা যাবে সরে
ধীরে ধীরে মুছে যাবে এ দারুণ ব্যথা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
না দেখিয়ে দিনমণি, ম্লানমুখী কমলিনী
কাঁদিবে নীরবে চাপি' গোপনীয় ব্যথা,
শুন আরাধ্য দেবতা !
বড় সাধ মনে মনে, কাঁদিব তাহার সনে
ডাকিব তোমায় যবে,পাবে না কি ব্যথা ?
শুন আরাধ্য দেবতা !
সত্য সত্য শাস্ত্রে কয়, নিষ্ঠুর ত তুমি নয়
জানি আমি তব প্রাণে কতই মমতা !
শুন আরাধ্য দেবতা !
পূর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় তরে, কাছে থাকি' থাক' দূরে
সর্ব্ব কর্ম্মে হ'ক্ মম পূর্ণ ব্যাকুলতা—
শুন আরাধ্য দেবতা !

মা !

কোথা গো জননি ! তুমি নাহি এ সংসারে ?
নাহি লয় মনে মাতঃ ! এ কথা কখন ;
বড় ব্যথা পাই মা গো স্মরিলে এ কথা ;
শূন্যে শূন্যে ঘোরে যেন অখিল ব্রহ্মাণ্ড !
তরু লতা পশু পক্ষী ভূধর কানন
জল স্থল রবি শশী সব তমোময় !
চৈতন্য রূপিণী তুমি, অভাবে তোমার
চেতন সম্ভব কোথা ? অসার ধরণী
নিস্তেজ নিষ্প্রভ সম শবাকারেনত !
ভানু অন্তর্হিত হ'লে থাকে কি তাহার
বিন্দুমাত্র রশ্মি মাতঃ ! মেদিনীর শিরে ?
তুমি নাই—আমি আছি, একথা কেমন ?
সম্পূর্ণ অলীক যাহা কি ক'রে প্রত্যয়
করি গো জননি ! আজি ? জ্যোতির্ম্ময়ী তুমি,
দেহের সম্বন্ধ কিগো তোমায় আমায় ?
কেমনে বলি বা মাগো কেমনে বা ভুলি
তুমি নাহি এ জগতে ? কি নিষ্ঠুর কথা !
স্মরিলে শিহরি, প্রাণ কাঁপে থর থর ;
পরাণ-জুড়ান মাগো তোমার 'মা' নাম !
রোগে শোকে দুঃখে শান্তি, ভয়েতে নির্ভয় !
'মা' 'মা' বলি কত বার ডাকিগো জননি !

সজল নয়নে তোরে ; তব স্নেহ জ্যোতিঃ
অমনি পরাণে ভাসে। পার' কি ভুলা'তে
চির স্নেহময়ী তুমি, তোমার সন্তানে
মূর্ত্তিময়ী দয়াবতী জননী আমার ?
এই ত তোমার স্নেহ ভাসিছে চৌদিকে—
তেমনি শিয়রে বসি তেমনি মা স্নেহে
প্রচণ্ড নিদাঘ কালে সূক্ষ্ম রূপে আসি,
নেতের বসনে মাগো কতই আদরে
মু'খানি মুছা'য়ে, চাও সতৃষ্ণ নয়নে !
তেমনি আসিয়া ধীরে শারদী ঊষায়
জাগাও, চেতনময়ি ! মৃদু পরশনে ;
তেমনি পাতিয়া অঙ্ক দোলপূর্ণিমায়
প্রভাময়ি ! প্রভারূপে বুকে টান' তুমি।
সর্ব্ব দুঃখ শান্তি হয় মুহূর্ত্তের তরে,
নিভে যায় ত্রিতাপের প্রখর উত্তাপ !
শীতল অঙ্কেতে তোর দেখি সব ভুলি।
হাসি হাসি মুখ খানি জগতে অতুল ;
কোথাও নাহিক মা এ অকৃত্রিম স্নেহ
আত্মবিসর্জ্জন এত। প্রধানা প্রকৃতি
জননী স্বরূপে সর্ব্বজীব ঘরে ঘরে
নশ্বর সংসারে দেবী ! তুমিই প্রত্যক্ষ।
কে বলে মানুষী তোমা ? দেহ আবরণে
শক্তিময়ি ! নানা রূপে করিছ বর্দ্ধিত
হৃদয় শোণিত দানে সন্তানে তোমার।

গায়ত্রী।

(১)

প্রণব সম্পুট করি, দাঁড়াও যখন
রূপের ছটায় ভাসে সকল ভুবন !
বৃক্ষ-পত্র অন্তরালে, সুনীল মেঘের কোলে,
রশ্মি ছটা মাঝে যেন প্রভাত তপন !
শান্তে, বিশ্বরূপ মরি সুন্দর কেমন !

(২)

শান্তমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া প্রণব ভিতরে
হাসি হাসি ভাস', সে কি অন্তরে ?—
বাহিরে ?
প্রণব ছটায় ছায়, কত রূপ উথারয়,
জ্যোতির্ম্ময় ভাল-তটে সুনীল অলকা।
নীল-নলিনাভ চক্ষে চেয়ে চেয়ে ডাকা॥

(৩)

পাই পাই হারাইয়া যাও যবে তুমি,
লুটা'য়ে ব্যাকুল প্রাণে কত কাঁদি আমি !
এমনি করিয়া ডেকে, কেমনে কোথায় থেকে,
যেতে বল' কাছে তব, পাই না সন্ধান ?
যাই যাই ফিরে আসি,কেঁদে-সারা প্রাণ॥

(৪)

কার্ত্তিকে একাকী তারা শ্যাম-সন্ধ্যাকাশে
উজলি' সবার কাছে সমদূরে ভাসে ;
পুষ্করে সাবিত্রী-ঘাটে, কিম্বা নীলধারা তটে,
যথা যাই, তথা দেখি চিত্তাকাশে তুমি !
এত কাছে—তবু কেন নাহি পাই আমি

(৫)

হে প্রণবময়ি ! করি কোটী নমস্কার,
চতুর্দ্দশ লোক দেখি শ্রীঅঙ্গে তোমার—
অধেতে পাতাল স্বর্গ, ঊর্দ্ধপুটে সপ্তসর্গ,
তদুপরি অর্দ্ধমাত্রা বিন্দু তার কোলে।
মৌলে চন্দ্রদলে টিপ্ তোমার কপালে ॥

(৬)

নিশা হ'য়ে ধীরে ধীরে আঁধার মাখিয়ে,
লুকা'য়ে আপন জ্যোতিঃ,থাক' দাঁড়াইয়ে
আঁধার অঞ্চল তলে, সব ঢেকে কর কোলে,
তোমার পরশে দেখি ব্যাকুল হইয়া।
ঊর্দ্ধে তারাচয় আছে আকাশ ছাইয়া ॥

(৭)

দিবা হ'য়ে দেখ চেয়ে তপন-নয়নে,
ত্রিসন্ধ্যায় তিনমূর্ত্তি আলোক ভবনে—
কুমারী প্রভাতে খেলা, যুবতী মধ্যাহ্ন বেলা,
সায়াহ্নে, বার্দ্ধক্য, যেন সূর্য্য-বিহারিণী,
বেদময়ি ! নিত্য বালা, নিত্য বৃদ্ধা তুমি ॥

(৮)

তুমি যে উপাস্য ; তবে কেন দূরে থাকা ?
অথবা নিকটে তুমি, তবু নাহি দেখা ?
বল কি করিবে তুমি ?   বল কি করিব আমি ?
কল্পনা-অজ্ঞান কবে কাটিবে আমার ?
কত দিনে র'ব নিত্য নিকটে তোমার ?



শরীরী বিশ্ব।

কি দেখা'লে বিটপী দেখাও আর বার।
নেত্র জলে ভাসে দেখ হৃদয় আমার॥
জনম ভরিয়া দেখি, আছ দাঁড়াইয়া।
সেই পত্র, সেই শাখা, শূন্যে প্রসারিয়া॥
কখন হিল্লোলে দোলে তোমার শরীর।
কখন চঞ্চল তুমি, কখন গম্ভীর॥
মহান্ অনন্ত তলে পুত্র কন্যা ল'য়ে।
জলে ঝড়ে সমভাবে আছ দাঁড়াইয়ে॥
নূতন সৌন্দর্য্য আজ পাইলে কোথায়?
কেন কাঁদি, নাহি বুঝি দেখিয়া তোমায়॥
নির্ব্বাতে গম্ভীর মূর্ত্তি হেরিয়া তোমার।
অতি ধীরে হৃদি শান্ত হ'তেছে আমার॥
কি জানি কাহারে যেন দেখিতেছ তুমি।
কি জানি কাহারে যেন দেখিতেছি আমি
এখনও নিরখি যেন স্নিগ্ধ ছায়াকার।
সমভাবে পড়িয়াছে অন্তরে দোঁহার॥
মরি মরি একি তরু! চেতনাচেতন!
এক(ই) পরশয়ে ভুক্ত আমরা দু'জন॥
বসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা দু'জনে।
সমান উদ্দেশ্যে ছুটি এই বিশ্ব সনে॥

শাখা পল্লবাদি তরু ! তোমার যেমন।
চন্দ্র, তারা, তুমি, আমি, বিশ্বের তেমন ॥
মরি মরি এ সম্বন্ধ তোমার আমার !
আমি ব্যথা পেলে কাঁদে অন্তর তোমার ॥
পৃথক করমে জীয়ে আমরা সকলে।
অগ্রসর হইতেছি বিশ্বে সুকৌশলে ॥
চন্দ্র, সূর্য্য, পশু, পক্ষী, ভূধর, সাগর।
একের ব্যথায় ব্যথী বিশ্বের অন্তর ॥
এক অঙ্গে শাখা পত্র আমরা সকলে
হায় তরু ! কি অবিদ্যা মানব মণ্ডলে !
এমন সখ্যতা তরু ! তোমায় আমায়।
দেখ কত হিংসা দ্বেষ তবু রে ধরায় ॥
হায় তরু ! মানব কি চিনে পরিবার।
কখন ঘুচিবে কি রে এই হাহাকার ?
বল তরু ! কখন কি তোমার মতন
পুলকে মানব জাতি হ'বে নিমগন ?
ছিঁড়িলেও পত্র পুষ্প হিংসা না করিবে।
তাহার মঙ্গল হেতু বিভুরে ডাকিবে ?
বিটপী যা' দেখায়েছ দেখাও আবার।
কারে করি দ্বেষ হিংসা সব ত আমার ॥
কাঁদায়েছ আজ তরু ! গলেছে পরাণি।
এত ভালবাস' মোরে আমি নাহি জানি ॥
অশ্রুজলে পূর্ণ আঁখি হ'তেছে আমার।
দেখিয়া হে তরুবর ! মহত্ত্ব তোমার ॥

এমন মানব, তরু ! নাহি ধরাতলে।
ভিজে না অন্তর যা'র ভালবাসা-জলে ॥
আজি যা' দেখিনু তরু ! না দেখি এমন।
কাঁদিয়া হে এত সুখ না জানি কখন !
তোমার নিকটে তরু ! মাগি এই বর।
সুখে দুখে থাকে যেন অমনি অন্তর ॥

—: • :—

চাঁদ।

(১)

কোথা চাঁদ কোথা তব সে তারার হার ?
এদীর্ঘ আকাশ পথে যাও বা কোথায় ?
কোথা তারা ? কেন এবে শীর্ণ কলেবর ?
কেন হইয়াছ আধা, কা'র উপেক্ষায় ?

(২)

কা'র উপেক্ষায় মুখে নাহি সেই হাসি
যে হাসিতে হাসাইতে আঁধার যামিনী
যে হাসিতে সব ভুলে ধায় চকোরিণী
ধরিতে তোমায় শশী, হ'য়ে পাগলিনী ?

(৩)

কেন গাও দুঃখ-গীতি ? কি দুঃখ তোমার ?
কেন চাও ডুবিবারে জলধির জলে ?
প্রাণভরা বিশোয়াসে কিসের সংশয় ?
ছি ছি ছি ঢেলনা চাঁদ সুধায় গরল !

(৪)

চিরদিন অরে ঘোর', কা'র আসে পাশে ?
কভু সে নিকটে থাকে,কভু যায় দূরে ;
কভু পূর্ণ, কভু আধা, কভু শূন্য তুমি !
সদা নও হ'য়ে এক, তাই কি উদাসী ?

(৫)

চকোরিণী ভক্তিরাণী ভরা না দেখিলে
আসে না আদরে ধেয়ে—তাই কাঁদ' তুমি ?
ভরা কেন নাহি থাক' দিবস রজনী ?
তবে পৃথিবীর ছায়া না আঁধারে তোমা'।

(৬)

সমুদ্র থনন ক'রে দেবতা অসুরে,
এনেছে তোমায় শশী সবার গোচরে ;
যে দেখে দেখুক তা'য় কি ক্ষতি তোমার ?
তুমি যা'র তা'রি আছ', সে আছে তোমার।

(৭)

যেওনা কোথাও, থাক' হৃদয় মাঝারে।
অর্দ্ধ-নারীশ্বর ভালে ; তারা ত অমর,
মৃত্যুঞ্জয় শিব-রাণি একত্র মিলনে,
সদা পূর্ণ র'বে তুমি, কাছে র'ব আমি।

গোলাপ

(১নং)

না বুঝে বেসেছি ভাল গোলাপ তোমায় !
মূলেই আমার ভুল তুমি যে স্বর্গের ফুল !!
অমৃত স্বরূপ তুমি এ মরু ধরায় !
নশ্বর জড়ের সনে হয় কি সাধন বিনে
দেবতার সম্মিলন, কখন হেথায় ?
অজ্ঞান অলপ মতি দেখিয়া পাইনু প্রীতি
তুলিয়া লইনু তোরে আদরে হিয়ায় ॥
বহিল তড়িৎচয় অমনি জীবন ময়
তখনি লুকায় ঘন চির অন্ধকার।
বাসনা উঠিল কত পূজিতে মনের মত
পূজার সামগ্রী দেখি, তুমিই আমার ॥
পূজিতে শ্রীপদ চাই স্পর্শীতে না পারি হায়
অভিমানে কত কাঁদি স্মরিয়া তোমায়।
করুণ স্বভাব গুণে আসি' তুমি সঙ্গোপনে
আকুল পরাণ তোষ' স্নেহ মমতায় ॥
আবার সহস্র সাধে পাগল পরাণ কাঁদে
নীরবে জুড়া'তে চাই চরণ ছায়ায়।
আর ত জানি না আমি চিন্তার বিষয় তুমি,
কেমনে মিলিব নিত্য তোমায় আমায় ?

গোলাপ।

(২নং)

বল ত গোলাপ, তুমি এত ছোট,
কি ভাব রজনী সনে ?
সবাই ঘুমা'লে, অতি নিরিবিলে,
চাহিয়া তোমার পানে,
কাঁদে কেন নিশি ? শিশিরের জল
তোমার পাতায় থাকে ?
সারা নিশি যেন তোমার অঙ্কেতে
মাথা রেখে কেঁদে থাকে ॥
তুমি এত ছোট তবু তোমা' সনে
এত কথা কিসে হয় ?
আমি অভাগিনী কোন্ দোষে দুখী
সে আমার কেন নয় ?
"আমার মতন তুমিও সুন্দরী
এইত গরব তোর।
প্রাণে প্রাণে কথা কইতে জান না
তাই এত জ্বালা তোর" ॥



(৩নং)

কাহার কৃপায় তব এতই বিভব ?
হেথা কি তোমার বাস ? নাহি হয় বিশোয়াস,
মরুভূমে পঙ্কজের জন্ম অসম্ভব !
জিনিয়াছ সারাভুমি, স্বভাব সৌন্দর্য্যে তুমি,
কে আর জানিবে হেথা তোমার আদর ?
তোমার জলন্ত রূপে, পড়ে আছি কাম-কূপে,
সম্ভোগ করিতে চায় সংসার নশ্বর ॥
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা; হিয়ার তাবত আশা
গোলাপ! ফুটন্ত দেখি তোমাতে কাহার ?
সে কোন্ প্রেমিক কহ, যা'র প্রাণে এত স্নেহ
তোমার হাসিতে যার আনন্দ অপার ?
খুঁজিলাম বিশ্ব কত, না মিলে তোমার মত,
এমন আদরে-গড়া দেখিনি কোথাও,
দেখেছি নীরদগণে, নবীন ভানুর সনে,
সোহাগে খেলিতে কত, নবীন ঊষায় ॥
দেখেছি সাগর নীরে, সুখে উছলিয়া পড়ে,
হাসিতে ক্ষরিত কত তারকা উজল।
অনন্ত আদরে শশী, দেখিত আপনা বসি'
আলোকিয়া গাঢ়তর নীল নভস্থল ॥

পাষাণের বুকভরা, দেখেছি সোহাগ ধারা,
দেখেছি প্রেমেতে কা'র কাঁদিত নির্ঝর।
দেখেছি জগতে কত, ভালবাসা প্রাণ মত,
দেখেছি পদ্মিনী প্রেমে পাগল ভ্রমর॥
কিন্তু লো গোলাপ! শোন', দেখিনি শুনিনি হেন,
তোমার এ ভালবাসা অমৃত অক্ষয়।
শুধু কি কুসুম হাসি, 'আমি এত ভালবাসি?
জড়ত্ব হইলে শুধু স্পর্শে কি হৃদয়?
তবু ও কি দুঃখ মনে, কেন জল চক্ষু কোণে
তোমা' সম ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়?
দেখ সে কেমন ক'রে, নিদ্রিত বদন পরে,
সহস্র সাধেতে সে যে তোর পানে চায়!
এত স্নেহে ফুলরাণি, কেন হও বিষাদিনী,
কেন বা শুখায় মুখ, কি দুঃখ হিয়ায়?
গোলাপ আমারে কহ, কেন'ধা এলায় দেহ,
সাজে কি তোমায় রাণী মৃত্তিকা শয্যায়?
তোমাতে লো ফুলবালা, তাহার পরাণ ঢালা,
একথা স্মরিলে আর থাকে কি বেদনা?
কণ্টক এতই দেখে, ব্যথা বুঝি পাও বুকে,
এ কাঁটা রক্ষার তরে—তাও কি জান না?
বড়ই কোমল তুমি, জান না এ মরভূমি
তুমি অমরের ধন, কে বোঝে এখানে?
কঠিন না হ'লে পরে, শত খণ্ডে ছিন্ন করে,
তাই বুঝি বাজে এত সরল পরাণে?

জানি আমি রাজরাণি, তুমি চির-সোহাগিনী
সে ত জানে, তবে কেন ভাবনা গোলাপ ?
অনন্ত নয়ন যা'র, গোপন কি থাকে তা'র ?
ছি ছি কি লজ্জার কথা তবুও সন্তাপ !
কেন এ রোদন বল, মুছে ফেল অশ্রুজল,
কাঁদিলে, কাঁদিবে সে যে, কি দিবে উত্তর ?
হাস সখি ! ঊষা সনে, আবার প্রফুল্লাননে,
হাসিবে, হাসিলে তুমি, সেও নিরন্তর ॥

গোলাপ।



৪ নং

প্রভাতে অরুণ-করে, নিহারের মালা প'রে,
মুকুতা জড়া'য়ে যেন সোণার লতায়!
ফুটেছিলে ফুলরাণি সে দিন উষায়॥

বদনে নাহিক ধরে, হাসি উছলিয়া পড়ে,
উন্মুক্ত কবরী সিক্ত শিশিরের নীরে,
চুপি চুপি আসি' বায়ু স্পর্শী ধীরে ধীরে,

বিদায় চাহিল যবে, ছল ছল আঁখি তবে,
ঘেরিল চাঁদেরে যেন কাদম্বিনী এসে।
লুকা'ল বিজলী হায়! ঘনঘটা পাশে॥

ঝুর ঝুর ঝুর ক'রে, অমনি পড়িল ঝরে,
ধরা বুকে খসি' পড়ে তারকা যেমন,
হায় রে ঝুরিল কত সুনীল নয়ন!

হাসির বিজলী তায়, লুকাইল নীলিমায়,
সেই দিন হ'তে বুঝি হাস না'ক আর,
অথবা কপট হেসে ভুলাও সংসার?

শুখা'য়ে গিয়াছে মুখ, তথাপি চাপিয়া বুক
কত যে অস্ফুট ভাব স্তবকে লুকা'য়ে
এখন তেমনি আছ নীরবে দাঁড়ায়ে!

গোলাপ।

৫ নং

প্রখর ভানুর করে
এত দিন কা'র তরে
রেখেছিলে, বল, প্রাণ কাহার আশায় ?
মরিলে, আসিয়া পুনঃ কেবা সে জীয়ায় ?
শতেক চুম্বন করে
কে আসি' ফুটা'ল তোরে ?
গোপনে গোপনে রাখ, স্তবকে স্তবকে—
তাই কি সুন্দর তুমি, সকলের চখে ?
বাল বৃদ্ধ যুবা যায়
দেখিলে ফিরিয়া চায়
স্থির নাহি হয় আর কোথাও নয়ন ;
কা'র ভাবে সর্ব্ব চিত্ত কর আকর্ষণ ?
তোমারে দেখি' গোলাপ
জুড়ায় হিয়ার তাপ
কণ্টকে চরণ ক্ষত তবু যাই ছুটে !
কি জানি কি নব বল, দেখে জেগে উঠে ॥
চুপি চুপি কাছে বসি'
মনে হয় ল'য়ে আসি

বিরলে হৃদয়ে ধরি' সদা দেখি তোমা'।
ভয় হয়—তুমি কা'র প্রাণ প্রিয়তমা !
দেখে তোরে সুখ পাই
তুলিতে নাহিক চাই
এমন কঠিন প্রাণ নহেক আমার।
থাক' তুমি বুক জুড়ে সতত তাহার ॥
শুধুই হেরিতে চাই
আর কোন স্বার্থ নাই
কচি ঠোঁটে মৃদু মৃদু অমিয়ার হাসি
দেখিলে, ভুলিয়া যাই, দগ্ধ জ্বালা-রাশি ॥
প্রেম ভক্তি হীন প্রাণ
এ নহে তোমার স্থান
ব্যোমকেশে নাহি ফুটে ফুল্ল শতদল।
"সাহারায়" নাহি মিলে সুশীতল জল ॥
শীলা শিল হৃদি'পরে
রোপিলে কি বীজ ধরে ?
ফোটে কি গোলাপ কভু পাষাণ উপর ?
কি করিব, হৃদি মম নিটোল প্রস্তর ॥
সত্যই জানি না আমি
কত সাধনের তুমি
সে জানে তোমায়, আর তুমি জান' তা'রে,
যে বেঁধেছে প্রেমময়ি ! চিরদিন তোরে ॥

একা।

এত ভালবাস নাথ ! তোমা ছাড়া' আর
বহে না শান্তির স্রোত, হৃদে অভাগার।
প্রভাতে মধুর রবে পিক পাপিয়ায়।
তোমার ও ভালবাসা চৌদিকে ছড়ায়॥
লতায় পাতায় তব ভালবাসা আঁকা।
তবু তুমি দূরে দূরে—আমি থাকি একা॥
বসন্তে চন্দ্রমা হাসে সুখ-জোছনায়।
তারাগুলি চুপি চুপি তোমা' কথা কয়॥
শুনি কথা তরুতলে বসি' আমি একা,
শত জন্ম পরে সখে ! হ'বে নাকি দেখা ?

প্রাণের সাধ।



(১)

আছ তুমি সত্য, নাথ! আমি নাহি পাই,
বসিয়া হৃদয়-পদ্মে কতই সাজাই!
আসিবে বলিয়া তুমি, কত যত্নে গাঁথি আমি,
বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে মনোময় হার,
দিব বলে প্রাণময় চরণে তোমার।

(২)

কি আছে দাসীর,নাথ! যা' নাই তোমার?
আসিবে নিশ্চয় জানি—তুমি যে আমার!
আশায় জীবন রাখি, অভিমানে ঝরে আঁখি,
কভু বা বিরহে তব, শুথাইয়া যায়;
ভুলা'লে না ভুলে নাথ! এ ত বড় দায়!

(৩)

কেন বা দেখা'লে তুমি রূপ নিরমল,
প্রণব-জড়িত মূর্ত্তি জ্যোতির কেবল?
কেন বা বাসিলে ভাল? কেন বা শিখা'লে বল
তুমিই আমার প্রিয় আত্মার রমণ?
শিখায়েছ তুমি যাহা, ভুলি কি কখন?

(৪)

তু পক্ষ মাস বর্ষ কত আসে যায়,
আমি চাহি পথ পানে, তোমার আশায়।
পাতাটী নড়িলে গাছে, আমি ভাবি ওই বাজে,
তোমার চরণে, প্রভু ! নূপুর চিক্কণ—
ভক্ত মাতোয়ারা যাহা করিলে শ্রবণ।

(৫)

নিত্য আমি করি নাথ ! কত আয়োজন
তুমি ত আসিয়া কই কর না গ্রহণ ?
মৃদুল মলয় স্পর্শে, শিহরিয়া উঠি তায়,
"আসিয়াছ তুমি" বলি' নয়ন তাকায়—
আমায় ব্যাকুল করে লুকাও কোথায় ?

(৬)

মহাকাশে বহুরূপে খেলা কর তুমি,
কত শত রূপ ধ'রে নিত্য এস, স্বামী !
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হায়, চিনিতে না পারি তায়,
তুমি বড় দয়াময় দয়ার আধার,
এস প্রভু ! প্রাণরূপে পরাণে আমার।

(৭)

প্রাণের মূরতি আমি গড়েছি বিরলে,
অর্দ্ধমাত্রা কোলে বিন্দু, শশী সূর্য্য জ্বলে ;
চিদাকাশে নিত্য র'য়ে, মহাকাশ আছ ছুঁয়ে,
তবুত্ত তবুও তুমি হারাইয়া যাও,
কেন সখে ! বারে বার প্রাণে ব্যথা দাও ?

(৮)

কি হেতু বিলম্ব, নাথ ! আসিতে তোমার ?
বল কি করিলে তুমি আসিবে আবার ?
বল প্রভু ! একবার, আসিয়া যা'বে না আর ?
আমি যে থাকিতে নারি ছাড়িয়া তোমায়—
মেটে না প্রাণের সাধ সুধু কল্পনায় !

(৯)

এখনও কি কর্ম্মক্ষয় হয়নি আমার ?
বল দেব ! কতদিনে করিবে উদ্ধার ?
যা' ভাল তা' কর তুমি, শুধু এই চাই আমি,
নমিব যখন প্রভু ! শ্রীপদে তোমার—
শিরে দিও পদরত্ন সর্ব্বস্ব আমার !

(১০)

তুমি স্বামী, আমি তব দাসী চিরকাল,
তবু না সেবিনু পদ হায় রে কপাল !
তুমি গুরু,শিষ্য আমি, তুমি নাথ ! জগত-স্বামী,
নিকট সম্বন্ধ বড় তোমায় আমায়,
রাখ, প্রভু ! কাছে রাখ, ধরি দু'টি পা'য় ।

(১১)

মনের মতন করি পাইনি কখন,
এসে যাও তুমি, নাথ ! বল কি কারণ ?
অনিমা লঘিমা আদি, অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বনিধি,
সালোক্য,সামিপ্য,প্রভু ! সারূপ্য তোমার,
কিছুত চাহিনি নাথ !—বলেছি "আমার" !!

(১২)

তুমি প্রাণনাথ মম— এত ভাগ্য কা'র ?
আমি পদরেণু তব—কি নাই আমার ?
হাসি' হাসি' হাসি-মুখে, থাক' নাথ চখে চখে,
আর এক নিবেদন করি গো চরণে—
অমৃতে ভরিও প্রাণ' স্নেহ সম্বোধনে।

(১৩)

ডাকিও নামটি ধরে আদরে সর্ব্বদা ;
সর্ব্ব শাস্ত্রে তোমারি ত সেই এক কথা—
"যোগক্ষেম আদি যত, যাহা চাও দিব তত,
তোমার কারণে আজ এ রূপ আমার,
নহে সর্ব্বকল্প আমি—নিত্য নিরাকার"।

(১৪)

কেন তুমি এত ভালবাস গো আমায় ?
আমি কি তোমার প্রভু যোগ্য রাঙ্গা পা'য় ?
অথবা স্বভাব গুণে, দয়া কর দীন জনে,
দীনু করি নাথ তুমি, হইও আমার—
এ মোর প্রাণের সাধ, শুন প্রাণাধার !



সাধে কি

(১)

সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?
সাধে কি ও রাঙ্গা পায়, পরাণ ছুটিয়া যায়,
সাধে কি তোমার ভাবে ঝুরি দিবানিশি ?
সাধে কি হৃদয় খানি, ও পদে দিয়াছি আমি ?
সাধে কি হেরিতে চিত ইতি উতি ধায় ?
কি জানি কি ভাব মাখা, আধ আধ ঢাকা কথা
জীবন-তরঙ্গে মোর নাচিয়া বেড়ায় !
কি জানি ও কচি ফুলে, কি যেন সৌন্দর্য্য বুলে,
কি জানি কি হিজি বিজি আঁকা ও পাতায়
কি জানি কি ছাই রাই, বলিতেও ভাষা নাই,
পাতায় পাতায় তোর হেলে দুলে যায় ॥
কি জানি কি মধুময়, পরাণ শীতল হয়,
কি জানি স্বর্গীয় সুধা ক্ষরে তোমা হ'তে।
শত সাধে দেখি তোরে, তথাপি না আশা পুরে,
তাইত ছুটিয়া যাই তোমারে দেখিতে ॥

(২)

সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?
সদা প্রাণে জাগে মোর তোর রূপ-রাশি।

ছিলরে হৃদয় মম অন্ধকারময়,
কি জানি কি ভাব দিয়া হইলে উদয়,
আসিয়া নাশিলে তুমি ঘোর তমোরাশি।
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?

(৩)

যাই যাই ফিরে চাই যে দিকে লো আমি,
সে দিকে নেহারি, ওলো প্রস্ফুটিত তুমি।
তোমার সৌরভ আছে, তুমিত সুন্দর,
রূপগুণে তোষ' সখি ! সবার অন্তর।
দেখিতে তোমারে মন সদা অভিলাষী।
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?

(৪)

ছিল রে এ মরুময় হৃদয় আমার
না ফুটিত ফুল কভু, শুধুই আঁধার !
না হাসিত চাঁদ সখে ! দোল পূর্ণিমায়,
না পড়িত ঢলি' বায়ু কুসুমের গা'য়,
মরুময় প্রাণে বারি দিলা তুমি আসি।
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি !

(৫)

ছিল রে অন্তর মম পূতি-গন্ধময়,
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ করিল হৃদয়,
সরা'য়ে পাতার বেড়া হাসিয়া হাসিয়া,
ফুটা'লে ভাবের ফুল হৃদয় ভরিয়া,
মৃত সঞ্জিবনী একি অমিয়ার হাসি !
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?

(৬)

চাই না লো বনযূঁই মল্লিকা মালতী,
চাই না লো গন্ধরাজ কুসুম প্রভৃতি,
কি দিব তোমারে ফুল ! কি আছে আমার ?
দিবার কিছুই নাই—যা' আছে তোমার !
কোথা পা'ব প্রাণ-ভরা ভালবাসা রাশি ?
তোরি আছে, তাই সখি !, তোরে ভালবাসি ।

(৭)

হ'ক্ না হে বেলাফুল সুন্দর সুঘ্রাণ,
হ'ক্ না সে পারিজাত কুসুম প্রধান,
নয়ন ভরিয়া আছ সতত আমার,
কোথায় দাঁড়া'বে তা'রা ? স্থান নাহি আর !
মরি মরি কি বলিব কত রূপ-রাশি !
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?

(৮)

কাঁটায় কাঁটায় তুমি ধর' এত বল,
কণ্টক নহে ত তব, প্রেমের শিকল !
কি দিয়া বাসিব ভাল খুঁজিয়া না পাই,
যা' দিব তোমারে, সেই তুমি যে লো তাই !
কে আঁকিল তোরে সখি ! বিরলেতে বসি' ?
সাধে কি গোলাপ তোরে এত ভালবাসি ?

—:০:—

সোহাগের ফুল।

(১)

কা'র ও হৃদয়-মাখা সোহাগের ফুল ?
না হ'লে মলয় আসি, লইয়া সৌরভ রাশি,
ছড়া'ত কি প্রাণে প্রাণে এ অসীম সুখ ?
মরুভূমি এ প্রান্তরে, কে পাঠা'য়ে দিল তোরে,
হিংসুক খলেরা আজ ছিঁড়িবে ও মূল।
সহিবে না কচি প্রাণ, হ'য়ে যাবে খান খান,
আয় রে আমার কাছে সোহাগের ফুল ॥

(২)

যক্ষ রক্ষ, সুরাসুরে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরে,
সবার নয়ন আড়ে লুকা'ব তোমায়।
রাখিব এমন ভাবে, কেহ না সন্ধান পা'বে,
নেহারিব মিলাইয়া আত্মায় আত্মায় ॥
উষার জলদ তলে, তুমি আমি দু'য়ে মিলে,
দেখিব জহ্নবী কেন করে কুল্ কুল্ ;
চেয়ে চেয়ে কা'র পানে, নেচে ধায় ভরা প্রাণে,
কা'র পূজিবারে যায় ফুটাইয়া ফুল !

(৩)

পাতায় পাতায় ভিজে, ডালে ডালে নেচে নেচে,
খেলিবে দোয়েল্লা, টীয়া ব'সে বরষায়,
মুঁখানি ফুটা'তে নারে, শত ধারা শিরে ধরে,
দেখিব নীরব চখে তোমায় আমায় ॥
থরে থরে একে একে, উজল জ্যোছনা মেখে,
ফুটিবে তারকাচয় হ'য়ে বিয়াকুল।
শরত চাঁদিমা মেঘে, মোরাও যাইব ঢেকে,
আয় রে আমার কাছে সোহাগের ফুল ॥

(৪)

ভানুর কিরণ গা'য়, লাগিলে শুখা'য়ে যায়,
দিব না যাইতে তোরে আতপের বায় ;
ঝরিতে দিব না তোরে, রাখিব অমর ক'রে,
তুমি যে আমার সুখ সম্পত্তি ধরায় !
কা'র বা পরাণ এত, কঠিন পর্ব্বত মত,
কে চায় করিতে তোরে তিলার্দ্ধ অন্তর ?
হাসি দেখি' চাঁদ-মুখে, কে না গ'লে বল সুখে ?
তুমি যে সবার চখে স্বভাবে সুন্দর !

(৫)

পূজার সামগ্রী তুমি, তাই তোরে চাই আমি,
নিত্য প্রয়োজন মম ইষ্ট দেবতার,
বিনা'য়ে চিকণ মালা, গলে দিলে সব জ্বালা,
জুড়ায়,—শীতল হয় হৃদয় আমার ॥

(৬)

তোমার মতন হ'ব,　　কাছে কাছে সদা র'ব,
নিরমল হ'তে বড় পরাণ ব্যাকুল।
কিছু না চাহিব আমি,　　চখে চখে থাক তুমি,
আয় রে আমার কাছে সোহাগের ফুল॥

সুখ স্বপন

সে সুখ স্বপন আজি কেন রে মাঝায় ?
সুখেতে আছিনু ভোর, কে ভাঙ্গা'লে ঘুম ঘোর ?
কে জ্বালিল দীপ-শিখা মরম তলায় ?
শ্যাম লতিকার ছায়, কত যে খেলেছি হায়,
শুনেছি ললিত গীতি গা'য় পাপিয়ায়॥
ঝাঁপিয়া নীলাম্বু পাশে, সৌদামিনী যে'ত হেসে,
গম্ভীরে চঞ্চল করি' চ'লো লুকায়।
অভিমানে ছল ছল, নয়নেতে ভরা জল,
ঝর ঝর বারিধারা ফেলিত ধরায়॥
হুঙ্কারে গরজে ঘন, দীর্ঘ শ্বাস পড়ে যেন,
গাম্ভীর্য্য লুকা'য়ে হায় ভূতলে লুটায়।
দেখেছি ভূধর শিরে, ময়ূর ময়ূরী ফিরে,
সোহাগে নাচিয়া দু'য়ে, পা'য় পা'য় যায়॥
দেখেছি সাঁঝের বায়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ধায়,
নীরদে বেড়িয়া কত আমোদে খেলায়।
সরসীর আশে পাশে, দেখিয়াছি কত বেশে,
আপনি প্রকৃতি যেন হাসিয়া তাকায়॥
অনন্ত অসীম জলে, আপনা মিশা'তে চলে,
ভাঙ্গিয়া আবাস নিজ ফিরে নাহি চায়।

বাধা বিঘ্ন পদে দলি',   কেমন যাইত চলি',
সাবাস্ নদীর প্রাণ সাবাসি তাহায়!
মৃদু মৃদু হেসে হেসে,   শশী উঠে নীলাকাশে,
রূপের গৌরবে যেন গরবে দাঁড়ায়।
আছে ত সকলি সেই,   তবু যেন কিছু নেই,
কেন এমরমে বাজে, শুধু হায় হায়!



জীবন। *



জীবন! জানি না কি রূপ তুমি,
ছাড়িবে আমায় ইহা কিন্তু জানি।
মিলিব কি পুনঃ আমরা দু'জনে?
এ রহস্য ভেদ করিব কেমনে?
ছিনু এক ঠাঁই বহুদিন মোরা,
কভু সুখে, কভু দুখ-বর্ষা ভরা।
বড় বাজে যদি সখা প্রিয় হয়,
লইতে বিদায় হৃদি ছিন্ন হয়।
এক বিন্দু বারি—একটি নিশ্বাস
বিদারিয়া বক্ষ, ঢালে হতাশ্বাস।
যেও তবে ধীরে জানা'য়ো ইঙ্গিতে,
কবে যা'বে যেন পারি হে জানিতে।
ব'ল না'ক কিন্তু "হইনু বিদায়",
মিলিব আবার তোমায় আমায়।
এত কাল ধ'রে জুড়িয়া হৃদয়,
তুমি আছ শুধু, আর কেহ নয়।
"আসি" বলে যেও, মনে যেন রয়,
জানি সখে! তুমি ভুলিবার নয়।

* (অনুবাদ)।

জীবন-ঘটিকা।

ক্ষণে ক্ষণে ঐ জীবনের কাঁটা
যাইছে যাইছে সরি'।
জীবনের হোরা শুনি বাজে ঐ
অবিরামে—ধীরি ধীরি॥
প্রহর বাজিয়া করিছে শিথিল
জীবন-ঘটিকা মোর।
'টিক্' 'টিক্' করি' অজপা ফুরায়
তবু ত ভাঙে না ঘোর॥
এমনি অবোধ জেনে শুনে তবু
কেমনে কাটাই কাল।
তা'র চিন্তা ছাড়ি' কা'র চিন্তা করি
নাহি মানি কালাকাল॥



নবীন তাপস

কে তুমি নবীন যোগী ?—হেথা কেন বাস ?
চম্পক বরণ হায়, বিভূতি ঢেকেচে তায়,
ত্যজিল কি পুনঃ সতী দেব কৃত্তিবাস ?
কোথা গো সে হাড়মাল,কেন ত্যজি' বাঘছাল,
গৈরিক বসনে আজ ঢাকিয়াছ কায় ?
পুনঃ কি হে যোগিবর ! আরম্ভিলে ঘোরতর,
আবার মাতিলে, হর ! মহা তপস্থায় ?
কোথা সে ধুতুরা মালা,কা'র ভাবে ভোর ভোলা,
সাধের ডম্বুরা ত্যজি' কমণ্ডলু করে ?
পার্ব্বতী-বল্লভ আজ, একি হেরি নব সাজ ?
হৃদাম্বরে কি বিষাদ রাখিয়াছ ধ'রে ?
ডিমি ডিমি ডিমি করি', তুল' তান ত্রিপুরারি,
ববব্যম্ ব্যম্ স্বরে বাজাও হে গাল।
আশুতোষ নাম ধর', কেন নিরানন্দ, হর ?
কোথা সে তোমার আজি নন্দী দ্বারপাল ?
প্রতাপে ত্রিলোক ডরে, কটাক্ষে মদন পোড়ে,
সেবে ও কমলপদ কমলার পতি ;
চতুর্ম্মুখে গুণ গা'য়, ইন্দ্র চন্দ্র লোটে পা'য়,
দেবের ঈশ্বর তুমি, অগতির গতি।

মন্দার পর্ব্বত চাপে, বাসুকি সভয়ে কাঁপে,
ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া যায় হেরি' সুরনাথ ;
দেবতা অসুর চয়, বিষে জ্বর জ্বর হয়,
শরণ লইল পদে—তুমি ভোলানাথ !
নাহি মান অপমান, সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান,
হাসিয়া অমৃতসম পিয়া হলাহল ;
দেবতার মহাভীতি, হরিলে পার্ব্বতী-পতি,
দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে দেবাসুর দল।
অসীম দয়ায় তব, অমর—দেবতা সব,
"নমঃ শিব", বলি অগ্রে পূজিল অমর ;
ভকতের চিহ্ন তরে, তাই রাখ' শিরপরে
চন্দ্র-চূড়া বাঁধি' বুঝি, শশাঙ্ক-সুন্দর ?
সেই ত এ তুমি হও, কেন ছদ্মবেশে রও ?
কোথা সে স্বরূপ তব, হিমাদ্রি-দুহিতা ?
অর্দ্ধ-অঙ্গ-স্বরূপিনী, প্রাণরূপা আহ্লাদিনী,
ভক্তি-রূপা সেই তব আদরে বনিতা।
সর্ব্বসিদ্ধি যাঁ'র বলে, তা'রে কেন দূরে ফেলে,
সাধনায় সিদ্ধি চাও, পণ্ডিত হইয়া ?
সর্ব্ব শাস্ত্র পাঁতি পাঁতি, করিয়াও এই ভ্রান্তি !
সেই শক্তিরূপে আছে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া।

—:০:—

রাণী।

তুমিই আমার রাণি! সাধনার সার।
আজ কি বলিতে হবে, কা'র তরে বহে তবে,
নিস্বাস প্রশ্বাস, দেবি! হৃদয়ে আমার?
কি ছলনা কর তুমি, বুঝিতে নারিনু আমি,
লয় ও বিক্ষেপ দিয়া দেখ বারে বার।
চিত্ত বিচলিত হয়, তাই উঠে এ সংশয়
তাই কি জিজ্ঞাস' তুমি, "আমি কি তোমার?"
করি' কত তন্ন তন্ন, খুঁজিলাম সারা বর্ণ,
বর্ণময়ি! নাহি পাই উত্তর ইহার।
কত দিশি কত নিশি, নীরবে একাকী বসি',
স্মরিয়াছি এই কথা, কোটি কোটি বার॥
কি বলিব বারে বার, দেখিলে দেখিতে পার',
আছে কি এমন স্থান, অগম্য তোমার?
"আমি ত তোমার" রাণি! কায়মনবাক্যে জানি,
যা' থাকে থাক্‌না তোর, কি ক্ষতি আমার?
লয় ও বিক্ষেপ জয়, তোমার কটাক্ষে হয়,
তোমায় বিশ্বাস যা'র, কিসের সংশয়?
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, দান ধ্যান ধর্ম্মাধর্ম্ম,
প্রাণ প্রত্যাহার তুমি,—তুমি প্রাণময়॥

সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যবতী, ভানুর প্রখর দীপ্তি,
তুমিই চন্দ্রের রশ্মি, উর্ব্বীর আধার।
চিত্ত মন বুদ্ধি প্রাণ, তোমায় করেছি দান,
অথবা কি দিব আর ?—সকলি তোমার ॥
সর্ব্বে সর্ব্বময়ী তুমি, তোমারি এ ছায়া আমি,
কোথা আমি ?—তুমি কর তোমাকে প্রকাশ।
যা' দেখি তোমারি সব, বিচিত্র রচনা তব,
তুমিই আমার, রাণি ! গোলাপে সুবাস ॥



কোথায় সে আজ ?

যা'র লাগি আজ সন্ন্যাসিনী সাজ
কোথায় সে আজ ?—আছে সে কেমনে ?
আত্মসুখ যত জনমের মত
একে একে সব সঁপেছি চরণে ॥
কাননে পর্ব্বতে ফিরি' রবি তাতে
বিহঙ্গম গানে কি যেন কি শুনি !
মধুর হিল্লোলে প্রাণ আরও জ্বলে
কোথা সে, আমার হৃদয়মণি ?
নবীন পল্লব আনন্দেতে সব
পড়ে ঢলি' ঢলি' সুচারু বেশে।
অমনি কাহার শ্রীরূপ সাগর
ধীরে ধীরে আসি হিয়ায় পশে ॥
কাদম্বিনী কোলে হেসে হেসে দোলে
চঞ্চলা চপলা, মরি কি শোভা !
আমার অন্তর হইয়া বিভোর
কি যে দেখে কা'র বিজরী আভা !!
প্রকৃতি সুন্দরি টুপ্ টুপ্ করি'
কেন বা ভাসিয়া নয়ন জলে—
ফুল্ল ফুল কত গড়ি' মনোমত
গাঁথি মালা কা'র পরায় গলে ?

কোন্ সাধনায় প্রকৃতি তাহায়
পাইয়াছ, বল, ধরি গো চরণে।
দেশ দেশান্তরে নগরে নগরে
কত নদ নদী ভূধর কাননে—
খুঁজি' যথা তথা শুনি তা'রি কথা
সে যে আছে, শুধু বুঝি প্রাণে প্রাণে।
ধীরে ধীরে আসি কুসুম পরশি
সেই কথা বায়ু কয় কাণে কাণে॥
মত্ত মধুকর গাহে পিকবর
লুকা'য়ে লুকা'য়ে পাতার আড়ে।
ছোটে জহ্নুবালা তুলি' ঊর্ম্মিমালা
কুলু কুলু করি' ধরিতে তারে॥
আমি কায়মনে বসি' তোমা সনে
ধোয়া'ব শ্রীপদ নয়ন নীরে।
হ'ক্ ঝঞ্ঝাবাত শত বজ্রাঘাত
নীরবে সহিব সকলি শিরে॥
এ চির কল্পনা ব্রত উপাসনা
আসন পাতিয়া করিব বুকে।
হ'লে চিত্তক্ষয় যাবে সর্ব্ব ভয়
ভাসিব সমাধি, মিলন-সুখে॥

সেই তুমি ।



কে তুমি, কি সেই হও ?
যমুনার কোলে বসি' সন্ধ্যাকালে
আনন্দে মগন রও ?
লয়ে কেশ রাশি ছুঁয়ে মুখ শশী
পবন করিত খেলা ।
শতদলে বেড়ে ভৃঙ্গ-পুঞ্জ ফেরে
পাতিত সুখের মেলা ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে বদনেন্দু ঢেকে
ঈষৎ প্রবাহ বয় ।
কুন্দদন্ত দিয়ে অধর টিপিয়ে
হাসিতে বিজুরী রয় ॥
নীল নভোময় জ্বলে তারাচয়
ফেন-বিন্দু সিন্ধু'পরে ।
ফুরল কুন্তলে ছুটি কুলে কুলে
খেলিতে কমল ধ'রে ॥
দীপমালা নিয়ে করতালি দিয়ে
আনন্দে ভাসায় দিতে ।
ভাবে ভরা মন ঢ'লে প'ড়ে যেন
সোহাগে অথির হতে ॥

কেন কেন আর, নাই সে বাহার
কি দুঃখে হৃদয় ভরা ?
(দেখ) প্রকৃতির সনে কতই যতনে
সোহাগে সেজেছে ধরা॥
হয়েছে মলিন প্রফুল্ল আনন
কি দাগা লেগেছে প্রাণে ?
তুড়ি দিয়া হাতে শিখিনীর সাথে
আর না খেলিছ কেনে ?
এই চরাচরে কা'র(ও) চিরতরে
সমান নাহিক যায়।
কালস্রোত জলে জীব বিন্দু চলে
উঠিয়া মিলায় তায়॥

কে তুমি আমার ?

কে তুমি আমার ?
কে তুমি পাগল কর ক্ষণে দেখা দিয়া ?
কেন বা কাঁদা'য়ে যাও আপনি কাঁদিয়া ?

নির্জ্জীবে চেতন কর,
চেতনের শক্তি হর,
অসীম জলধি জলে তোমার প্রকাশ।
দেখা দিয়া তোল' কেন এতেক উচ্ছ্বাস ?

আঁধারে বিজলী বেশে,
আসিয়া লুকাও হেসে,
আমি দেখি কি-যেন-কি উন্মাদিনী-পারা।
যেথানে নয়ন পড়ে, তব রূপে ভরা॥

যামিনী আগতা দেখি',
দলে দলে ধায় পাখী,
হাম্বা রবে ছোটে ধেনু হ'য়ে আত্মহারা।
যেন বা ব্যাকুল প্রাণে কা'রে খোঁজে তারা॥

আকাশেতে মেঘ ভাসে,
আঁধারেতে ধরা গ্রাসে,
যে যা'র আবাসে ছোটে হ'য়ে দিশেহারা।
চেয়ে চেয়ে মুখপানে ঝরে অশ্রুধারা॥

তাই কি মলয় রূপে,
মৃদু মৃদু পদ-ক্ষেপে,
আসিয়া হৃদয়ে ধর', অজ্ঞাতে আমার ?
জুড়ায় সকল জ্বালা পরশে তোমার !

সে দৃষ্টি ব্যাকুল ভরা,
,যেন বলে নেত্র-তারা—
"যেওনা'ক আর, তুমি বড় মনোময়
সাগরে তরঙ্গ, প্রভু ! তুলিয়া কি হয় ?"

কেহ কি আমার নাই ?

কাঁদিব কি চির দিন পড়িয়া সংসার মাঝে ?
কেহ কি আমার নাই, 'আহা' বলে আসে কাছে?
অথবা সকলি আছে—আমার করম ফলে
ভেসে যায় দগ্ধ-হৃদি তিতিয়া এ অশ্রুজলে।
'কেহ কি আমার নাই' ভাবি যবে আমি 'খসি',
কে-যেন-কে প্রাণে প্রাণে ধীরে ধীরে বলে আসি
"আমি যে তোমার আছি—বল তবে কিবা নাই ?
তুমি যে স্বরূপ মম, কেন ভোল' একথাই ?
যা' আছে সকলি মম, তুমি কেন ভাব' আর ?
আমি যে তোমার, আমি কত ক'ব বার বার!
তোমারি ত সব আজি রবি শশী তারাচয়,
দিবা রাত্র পক্ষ মাস ঋতু বর্ষ সমুদয়,
'কেহ কি তোমার নাই' একথা কি কভু হয় ?
আমি যে তোমার আছি,—দেখ না সংসারময় ?"

তুমিই আমার।

মরতে স্বরগ পুরি তুমি যা'র সহচরী
কি অভাব প্রাণরমা! তুমি যা'র—তা'র?
তুচ্ছ তা'র কহিনুর হিরকের হার!
কি ছার স্বরগ ভোগ চাহি না অমর লোক
চাহি না বৈকুণ্ঠ, দেবি! সর্ব্বসুখধাম,
শান্তিময়ি! তোর পা'য় আমার আরাম।
কৈলাশে গিরিজা সনে দিগম্বর অর্দ্ধাসনে
ভাবে ভোর ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু করে,
জুট পটে স্রোতস্বিনী বহে খর তরে।
কপালে অনল জ্বলে অস্থিমালা দোলে গলে
ভব-হৃদি-বিহারিণী ভবেশের কোলে,
শত কোকনদ মরি ফুটে পদতলে!
ফুয়ল কুন্তল রাশি পড়িয়াছে পদে আসি
সাধ বুঝি, শ্রীচরণ করিতে চুম্বন,
বুকে থুয়ে শান্ত শম্ভু যে রাঙ্গা চরণ?
বৈকুণ্ঠের রত্নাসন না চায় হেরিতে মন
বামে লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী নীরদবরণে!
বেঁধেছে বিদ্যুৎ লতা যেন আলিঙ্গনে!

স্বর্গের নন্দন বনে যথা শচী ইন্দ্রাসনে
পারিজাত ফুল-সাজে সাজায় সখারে,
পিকবর কুহুরব করে চারি ধারে।
বেহাগে ধরিয়া তান অলিকুল করে গান
সৌরভ ছড়ায় কত গোলাপ মালতী,
চামর ঢুলায় যা'রে নিজে মরুৎপতি!
তোমারি এ রূপ সখি! কিন্তু না জুড়ায় আঁখি
যে রূপ ধরিয়া আজ দেছ পরিচয়,
সে মূরতি বিনা আন, না চায় হৃদয়!
কোটি শশী অভ্যন্তরে সুন্দর কমল'পরে
পুরুষ প্রকৃতি, মরি অর্দ্ধ-নারীশ্বর!
দ্বিদলে বসা'য়ে দেখি, সাধ নিরন্তর।
দুই সখি দুই ধারে চামর ব্যজন করে
মধ্যে যায় ধীরে ধীরে শান্তরূপ ধনি
ঘুম ঘোরে অচৈতন্য চৈতন্য-রূপিনী!
দুন্দুভির মৃদু স্বরে খোল' আঁখি সহস্রারে
চাহ গো নয়ন মেলি শিব-শক্তি-রূপা!
পূজি ও চরণযুগ দিয়া রাঙ্গা জবা।

ছেড়ে আছি।

(১)

ছেড়ে আছি ?—না না, এযে আমারই ভুল !
সে কি গো ছাড়িতে পারে, সে যে প্রাণ
দেছে মোরে,
আমি জড়, সে চৈতন্য, কেন ভুলি মূল ?
শোক মোহ কেন মোরে করে বিয়াকুল ?

(২)

যা' আছে সকলি তা'র—আমি কিছু নই,
আমি ত ছিলাম ছাই, সঞ্জিবনী মন্ত্র পাই',
ভস্মের পুতলী আমি, জীয়ন্ত হয়েছি—
ছিছি ছি তবুও বলি, তা'রে ভুলে আছি ?

(৩)

সে আমার আত্মা, আমি দেহ মন প্রাণ,
এই ত রয়েছ তুমি, এই ত রয়েছি আমি,
তুমি মম প্রাণাধিক ! নয়নাভিরাম,
কিছুরি বিরাম নাই, 'পাওয়া' কা'র নাম ?

(৪)

দেখিয়া না মিটে আঁশা কখন তোমায় !
আকাশে চন্দ্রমা হাসে, কভু যায় কভু আসে,
(তুমি) আসিলে সকলি হাসে, যাইলে আঁধার—
বল ত বল ত কেন, সর্ব্বস্ব আমার ?

(৫)

কে আমি তোমার প্রিয় ! কে তুমি আমার ?
হাসি কান্না অবিরাম,এর কি গো 'পাওয়া' নাম ?
যদি যাই দেহ ছাড়ি', বলত এক্ষণে—
তোমারি রহিব আমি কোন্ নিদর্শনে ?

(৬)

বড়ই মধুর তুমি, ছাড়িতে না চাই'!
শত বার যাই আসি, তা'তেও না দুঃখ বাসি,
যেথানে সেথানে থাকি, সঙ্গে থেকো তুমি,
কিছু আর নাহি সাধ, তোমা' রব আমি।

(৭)

জ্যোতিঃহীন চন্দ্র কোথা সুনীল গগণে ?
জ্যোতিঃ চন্দ্র এক হয়, কিছু মাত্র ভেদ নয়,
ছাড়াছাড়ি নাই, নিত্য দু'য়ের মিলন ;
শূন্য কিম্বা পূর্ণ দেখি—ভ্রমের কারণ !

(৮)

অজর অমর তুমি, নিত্য নিরাময় !
নিকটে নিকটে ফের', কত না আদর কর,
অসাধ্য সাধন তব মূর্ত্তি আনয়ন,
সব ছাড়ি লইলাম চরণে শরণ।

কি নিয়া ভুলিব ?

কি নিয়া ভুলিব প্রভু ! কি আছে ধরায় ?
সসাগরা পৃথীবি মাঝে; কে আর আমার আছে ?
কে তোষে দগধ-হৃদি প্রীতি মমতায় ?
কুসঙ্গীর কদালাপে, যখন পরাণ কাঁপে,
শাস্ত্র মুখে দাও প্রভু ! কতই না বল !
কে আর তেমন ক'রে, স্নেহে বায়ুরূপ ধ'রে,
মুছায় এ অভাগার তপ্ত অশ্রুজল ?
বোঝে না প্রাণের ব্যথা, সবে কয় সুখ কথা,
বারেক হেরে না হায় অভাগার মুখ !
কারও সুখ নাহি প্রাণে, শুধু কপটতা জানে,
কিছু নাই, তবু কয় 'বুক-ভরা সুখ !'
যে দিকে ফিরাই আঁখি, শুধু ধূধূ-ময় দেখি,
হাহাকারে পূর্ণ, প্রভু ! সারা বসুন্ধরা !
"ত্রিতাপের জ্বালা যায়", শুনিয়া শরণ পা'য়,
লয়েছে অভাগা; (তাই) সুখে প্রাণ ভরা ॥
শক্তিময় ! পূর্ণ তুমি, জীব ভাবে দীন আমি,
অনাথ বল্লভ তুমি তাইতে প্রত্যয়।
নাহি জানি স্মৃতি ধর্ম্ম, বেদান্তের গূঢ় মর্ম্ম,
নাহি কোন কালে মোর সাংখ্যে পরিচয় ॥

সরলে বিশ্বাস মাখা, হৃদয় পড়েছে ঢাকা,
তুমিই আমার, আমি তোমার তোমার।
ইহা যদি হয় ভুল, কেন তুমি কাট' মূল,
থাক্‌না অনন্ত কাল ভুল অভাগার॥
অনশনে দিবানিশি, পর্ব্বত কন্দরে বসি',
ঢালুন সাধকবৃন্দ ভক্তি-উপহার।
যা' কিছু দিয়াছ তুমি, সকলি দিয়াছি আমি,
তোমায় অদেয়, নাথ! কি আছে আমার?
তুমি ত সকল ঠাঁই, গুপ্ত তব কিছু নাই,
সত্য মিথ্যা তুমি জান', আমার ঈশ্বর!
বিচারিয়া কোটি বার, দেখিয়াছি সারাৎসার!
স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু তোমারি ভিতর!

—:•:—

আশাই মধুর।

শারদ সরসী ফটিক সলিলে
ফুটিল কমল কলি।
বহিল মধুরে মৃদুল অনিল
উড়া'য়ে আনিল অলি॥
হংস-হংসী সনে বেড়িয়া পদ্মিনী
ভাসিল নীলাম্বু গা'য়।
সুনীল আকাশে ঘেরিয়া চন্দ্রমা
শুক্ল মেঘ যেন ধায়॥
আসিল বসন্ত ফুল্ল বামাকুল
কোকিল কুহরে কুউ।
মাঠে চরে গাভী গোঠে ছুটে ধেনু
নহে ত অসুখী কেউ॥
সরস বসন্ত ফুলে ফুলে চুমি'
সব সনে দেয় দেখা
যা'র পানে চাই সবে নাচে গায়
আমি রে কেন বা একা?
শিশির পীড়নে দেখাত কল্পনা
বসন্ত বড়ই ভাল।
সম্মুখে নিরখি না জুড়ায় মন
আকিঞ্চন না মিটিল॥

তুমি রে বিধুরা কা'র আশা করি'
লোচনে ভরিছ লোর।
না মিটিবে আশা হও রাজরাণী
না ভাঙ্গিবে ঘুম ঘোর ॥
কি চাও, বাসনা ? দেখাও কল্পনে !
কালিন্দীর কাল' বারি।
সে কলনাদিনী হৃদি বিপ্লবিনী
জাগাও হৃদয়'পরি ॥
সেই সে সোপানে বসি' আনমনে
শুনি কুলু কুলু ধ্বনি।
কচি কচি ঢেউ ঢলা ঢলি করি'
ভাঙ্গিছে ভাঙ্গিছে শুনি ॥
ঐ কুলু রব শুনিতে শুনিতে
শুধু কুলু হৃদে জাগে।
তন্দ্রার আবেশে যেন বা বিনিদ্র
ডুবেছে বাসনা সবে ॥
দেখিতে দেখিতে নাহি কুলু রব
শ্রবণে আর না শুনি।
সম্মুখে প্রকৃতি নয়নে না দেখি
কোথা আছি, নাহি জানি ॥
থামিল ইন্দ্রিয় না চলে শোণিত
নাহি বহে যেন শ্বাস।
মরত ছাড়িয়া কোথায় বা ভ্রমি
কোন বা মরণ পারে ?

ডাকিল পাপিয়া তমালের ডালে
ঘুম ঘোরে ভুলি পাখী।
রোমাঞ্চ শরীরে আত্মা পরশিছে
অতি ধীরে, পাছে জাগি !
আসিছে চেতনা ছাড়ি শান্তি গেহ
ধরা মম পানে চায়।
সর্ব্ব শব্দ-গ্রাসী লয়ে তারা শশী
নিশি যেন পড়ে গা'য় ॥
ভাঙ্গিল সুষুপ্তি জাগে অনুভূতি
আ মরি মরি কি শোভা !
যা'তে রাখি আঁখি নারি ফিরাইতে
বিধৌত নূতন প্রভা ॥
দিবস ধরিয়া ধরিত্রী আঁকিয়া
এই পেয়ে অবসর।
ক্লান্ত চিত্রকর বিশ্ব-আঁকা তুলি
এখনও অবনি'পর ॥
অনন্ত আকাশে দাঁড়ায়ে অনন্ত
কর-ধৃত সে তুলিকা।
দেছেন ঝাড়িয়া আকাশের গা'য়ে
কত শোভা যে তারকা !
মরি মরি মরি ওহে চিত্রকর !
বাখানি হে গুণপনা ॥
যে জন চতুর নিজ প্রতি কাজে
প্রকাশে হে সে আপনা ॥

উঠিনু শিহরি' ভাঙ্গিল কল্পনা
হৃদয় আঁধার হ'ল।
ফিরিয়া চাহিনু আর না দেখিনু
সে শোভা কোথায় গেল !
এই ত আসিনু সে যমুনা তীরে
সেই ত সোপান'পর।
সেই ত আকাশ সেই কুলু কুলু
কোথা সেই চিত্রকর ?
ধরা কি দেবে না ? ওহে ধরাপতি !
মিটিবে না কি আকিঞ্চন ?
কল্পনায় দেখে না জুড়ায় হিয়া
দেবে না কি দরশন ?
বুঝেছি চতুর ! চাতুরী তোমার
নিত্য তুমি নব র'বে।
রহস্য ভেদিলে নূতন র'বে না
খুঁজিবে না কেহ তবে॥
রাখ' রাখ' নাথ ! শত-পুরু মেঘে
আবরি' আপন জ্ঞানে।
খুঁজুক মানব হউক উন্নত
চিত্তবৃত্তি আবর্ত্তনে॥

—: • :—

তোমায় আমায়



সেই একদিন তোমায় আমায়।
দেখিনু প্রকৃতি সজীব মূরতি
গোদাবরী তটে বসি দু'জনায়॥
কোটি নিশানাথ জাহ্নবীর সাথ
অনন্ত উদ্যমে চলেছে কোথায়!
পদ সঞ্চালনে কে যেন গোপনে
ফুল্ল ফুল আগে বিছাইয়া যায়॥
ধিকি ধিকি জ্বলে বিটপীর কোলে
জোঁনাকীর পাঁতি যেন বা তাহায়—
জ্বালি' কোটি বাতি করিছে আরতি—
উদগ্রীব হ'য়ে তাই কি তাকায়?
স্পন্দহীন কায়ে, সতত দাঁড়ায়ে.
দেখে বুঝি গিরি গম্ভীর হইয়া—
ঝরে অজস্রারে তাই নেত্র নীরে
ভেসে যায় হৃদি পাষাণ গলিয়া!
কুসুমে মলয় ধীরি ধীরি বয়
স্নেহে চুমি যেন অলকা দোলায়!
গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া থামিয়া থামিয়া
ঘুম ঘোরে পাখী ডাকে বা কাহায়?

নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিশির হৃদয়ে
মাথা রেখে উষা ঘুমাইয়া ছিল।
দেখে নিশি তারে আপনা পাশরে
নিশির শিশিরে লোচন ভরিল॥
মধুরিম স্বরে প্রণয়ী পিয়ারে
যাপিয়া যামিনী রাতি অবসানে।
আনন্দ-স্ফুরিত আধ-প্রস্ফুটিত
নয়নপঙ্কজ সতৃষ্ণ নয়নে॥
উন্মুক্ত কবরী পরশি' শিহরি
শত সাধে চুমে স্বর্গীয় আবেশে।
আচ্ছন্ন রূপসী জাগি' সারা নিশি
ডাকিলে যেমন চমকিয়া বসে॥
ধীরি ধীরি কয় বিহগ নিচয়
"উঠ, উঠ রাণী! ঘুমাওনা আর।
টগর মল্লিকা যুঁই সেফালিকা
গোলাপ চম্পক লইয়া নিহার—
পদ প্রক্ষালিতে চায় চারিভিতে
শত সাধ-ভরা পরাণে, তোমায়"।
সঙ্কেত শ্রবণে পূরব গগণে
মৃদু হাসি উষা উঠিয়া দাঁড়ায়॥
পড়েছে ছড়া'য়ে নীলাম্বর গায়ে
মুক্ত কেশচয় রবিকর তুলি।
ঢালিল মধুর উজল সিন্দুর
উষা ভালে, "হ(ও) চিরায়ুষ্মতী" বলি'॥

তোমার আমার দিন জোছনায়
প্রকৃতির সনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
কভু নদীকুলে কভু বৃক্ষমূলে
কভু বা আঁধারে আলোক মাখিয়া॥
বাঁশী মনোহরা মুরজ মন্দিরা
জিনি কোটি বীন্ কোকিল পাপিয়া।
নব ভানু করে দেহখানি ভ'রে
লুকা'য়ে গাহিত পল্লবে থাকিয়া॥
নিতি শত সুখে খেলিতাম সখে!
প্রকৃতির সনে 'জগত সংসার'।
ভ্রমে কি কখন হইত স্মরণ
সর্ব্ব-সুখময় ভূমি অযোধ্যার?
চঞ্চল গমনে বিহঙ্গম গণে
গোধূলি পরশে এখনও ধায়।
কেঁদে কেঁদে নেত্র যেন জবা-পত্র
ব্যথা বুকে রবি কা'র পানে চায়?
শ্যামা সারিকার কোথা সে ঝঙ্কার
উৎসাহ বিহীন স্রোতস্বিনী বুক?
মৃণাল উপর কমলে ভ্রমর
কেন বা নীরব আজি শিলীমুখ?
বরষা হেমন্ত শরত বসন্ত
কতই আওল, পূরব মতন।
চির প্রভা যার বিরহে কাহার
পড়েছে বদনে কালিমা এখন?

জ্বালাময় প্রাণ চিন্তার তুফান
তবু যেন সথে ! প্রতাপে কাহার—
সেই দিবাকর তারা শশধর
কাঁদে, গাঁথি ফুল-শিশিরের হার ॥
কেন হা হুতাশ দীরঘ নিশ্বাস
কোন্ দুঃখে দহে বারিধি অন্তর ?
ঝরি অবিরল তপ্ত অশ্রুজল
লবণাক্ত হায় দীর্ঘ কলেবর !
কেন নাহি আর সে সুখ সীতার ?
নিরস নিরস পরাণে লাগে।
রক্ষ-কারাগার ভীম অন্ধকার
এরাও কঠিন অভাগীর ভাগে ॥
অথবা এখন আমারি মতন
প্রকৃতি সুন্দরী উন্মাদিনী বেশে।
রাক্ষস শাসনে কম্পিত পরাণে
চাপি' নেত্র জল অমনিই হাসে ॥
ভয়ে কাঁপে প্রাণ কর পরিত্রাণ
একি বিভীষিকা করাও দর্শন !
ত্রিসংসার মাঝে কে বা হেন আছে
তুমি বিনা আর জানকী জীবন ?
পঞ্চবটী বনে আমরা দু'জনে
ছিলাম যেমন হইব তেমন।
আসিবে না আর সে দিন সীতার
যদি তুমি বল ত্যজিবে জীবন ॥

ভুলে দেখা—দেখে ভুলা।

বসিয়া তটিনী কুলে হিয়ার কপাট খুলে
দেখিয়াছ একে একে সব ত আমার।
আমিও তোমার সনে ইচ্ছা, ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে
অকপটে মিশায়েছি—হয়েছি তোমার॥
তবুও তবুও কেন আমি 'আমি' হয় হেন ?
সকলি ত তুমি, তবু খুঁজি চারিধার ?
তোমায় ভুলিয়া আমি কি যেন ভ্রমেতে ভ্রমি
আঁধার আঁধার পথে আসি শতবার!
প্রতি পদক্ষেপে হায়! বুক যেন ভেঙ্গে যায়
তথাপি নিবৃত্তি নাই, প্রবৃত্তি প্রবল।
অপার করুণা তব কেমনে কেমনে ক'ব
কি সুন্দর দেখি তব বিভূতি সকল!
বারে বারে কত ছলে ব্যাকুল অন্তর হ'লে
জানাও তোমারই আমি, 'হয়োনা কাতর"।
অমনি চমকি চাই দেখি তুমি সারা ঠাঁই
অনন্ত অনন্ত রূপে নয়ন উপর॥
তাই সাধ প্রাণে প্রাণে বসিয়া নির্জ্জন স্থানে
দেখিব তোমায়—তুমি বড়ই সুন্দর!
কি সাধে পরাণ ভরা কেন এ পাগল পারা ?
কুসুম কোমল প্রাণ, কি ঘ্রাণে বিভোর!

কেমন পরাণ তা'র সঁয়না বায়ুর ভার
সাধ, দেখি কে রয়েছে তাহার ভিতর।
নির্জ্জীবে চেতন কর চেতনের শক্তিহর
একাকী তোমার এত রূপ রূপান্তর !
সর্ব্বত্রই তুমি ভাস' লুকা'য়ে লুকা'য়ে হাস'
দেখে দেখে উঠে নিত্য নূতন উচ্ছ্বাস।
নীথর সাগর জল ভাল কি লাগে না বল ?
তাই কি তরঙ্গ রূপে পড়িছে নিশ্বাস ?
কত না তারকাস্ফুরে হাস' সবে নীলাম্বরে
আঁধার আঁধার ধরা করিয়া উজল !
তোমার বিশাল বুকে কি যেন লুকান থাকে
ছায়ার মতন দেখি, সারা ভূমণ্ডল ॥
ইঙ্গিতে দেখাও তুমি "একমাত্র আছি আমি
পরিপূর্ণ সর্ব্বকালে—অচ্ছেদ্য, অব্যয়।
হের এ তারকা রাশি আমার মায়ার হাসি
স্ব-রূপের রূপরাশি কভু নহে ক্ষয় ॥
মম রূপ বিশ্বরূপ আর কা'র আছে রূপ ?
সারা বিশ্বে শুধু আমি, আমিই কেবল।
সর্ব্বরূপে, রূপ দিয়া আছি আমি দাঁড়াইয়া
আমি-নাই—কিছু নাই—শূন্য জল স্থল !!
যাহা হের মনোহর নেত্র মন তৃপ্তি কর
ভুল না, এ মায়ালীলা, নশ্বর নশ্বর !
মায়াতীত নারায়ণ জ্ঞানী-গম্য সর্ব্বক্ষণ
সূক্ষ্ম ভাবে, সন্নিকটে—স্থূলে, দূরান্তর ॥

বিষয় পঙ্কক ছাড়'   আমার ধারণা কর
অথবা যা' কিছু দেখ আমাতে সুন্দর—
ফুলে ফুলে ফুল-হাসি   নীল-নভে তারা শশী
ঊষার রূপের ছটা, সাগর, প্রস্তর ॥
যা' কিছু তোমার আছে সকলি আমার কাছে;
কোথা তুমি ? কেবা তুমি ? ছাড় দেখি স্থূল।
সাকারে যে নিরাকার   পূর্ণ পূর্ণ সর্ব্বাধার
ছায়ার মূরতি ছাড়' খুঁজে দেখ মূল ॥"



ভালবাসায় ভুল।

শূন্যে শূন্যে সম্ভাষণ শূন্যে শূন্যে আলিঙ্গন
কেন প্রভু! দাসী কিসে অপরাধি পা'য়?
শত গাঢ় আলিঙ্গনে চিত্ত থির নাহি মানে
শূন্য পরশনে, সখে! বুক বাঁধা দায়!!
বালিকা কলিকা কালে পুতুলেরে সব বলে
স্বামী পেলে আপনিই মাটি ভুলে যায়॥
ইন্দ্রিয় পাগল হ'য়ে ছুটেছে যে তোমায় লয়ে
শুধু ঘুম ঘোর দিয়া ফিরা'বে তাহায়?
এস, প্রিয়! প্রাণ যায় অকথ্য এ যাতনায়
কেহ না প্রবোধ মানে সবাই অথির।
সবে অনুরাগী হ'লে কা'রে রাখি কা'রে ফেলে
বিশ্বরূপ তুচ্ছ, হেরে মানুষ শরীর॥
কেন নাহি এস প্রভু? কিছুত চাহিনি কভু
দূরে থুয়ে কাজ নাই এই তপস্যায়।
কাছে থাক ধ্যানে ধরি' ইহা গো সহিতে পারি
দোষ দেখ, কাছে রেখে বলিও আমায়॥
কাছে কাছে র'ব আমি ধরা নাহি দিও তুমি
যেমন বলিবে তুমি, হইব তেমন।
ব'লে আসি শতবার 'ভুলিব না কভু আর,
জননীজঠরে পাই যাতনা যখন॥

শোণিত ও বিষ্ঠাধার ভীষণ নরক দ্বার
রোমে রোমে নাড়ীচয় করিছে ঘর্ষণ।
স্বজন সন্তোষ তরে জন্ম জন্ম, জন্মান্তরে
করেছি দুষ্কর্ম্ম কত নিত্য আহরণ॥
পূর্ব্বের দুষ্কৃতি স্মরি' কাতরে তোমায় স্মরি—
"মাতৃগর্ভ হ'তে মুক্ত কর নারায়ণ!
এবার হইলে মুক্ত ডাকিব তোমায় নিত্য
তোমারি সেবায় প্রভু র'ব নিমগন॥"
পুনঃ পুনঃ বলি তাই আসিলে ভুলিয়া যাই
কি জানি কিসে বা হই আচ্ছন্ন এমন!
(যদি) তোমার নিকটে থাকি নয়নে নয়নে রাখি
পারি প্রভু তাহা হ'লে অসাধ্য সাধন॥
তোমার মধুর হাসি উগারে যে সুধারাশি
কি তা'র সাধনা, যা'র আছে এ অমিয়া?
শুধু ও মধুর হাসি হৃদয়ে রহুক পশি
শতেক শমন ভয়ে না ডরায় হিয়া॥
তোমা বিশোয়াস যা'র মরণ না হ'বে তা'র
তা'র আর কোন কিছু কিবা প্রয়োজন?
সাধনা করিব বলে আসিয়াছি তোমা ফেলে
কাজ নাই দূরে দূরে সাধন ভজন॥
একবার কাছে এসে ডাক', নাথ! হেসে হেসে
তুমিই আমার প্রিয়! সাধনার ফল।
সিদ্ধিফল হাতে পেয়ে কাঁদি গো আপনা খেয়ে
অবলার অপরাধ নাহি ধ'রো ছল॥

মৃত্যুভয় মৃত্যুভয় কা'র মৃত্যু-চিন্তা রয়
  ওই হাসি অনুখন নয়নে যাহার ?
ভালবাসা হৃদে যা'র অনন্ত জীবন তা'র
  সালোক্য সাযুজ্য আদি ওপদে আমার ॥
করিয়াছি কত দোষ ক্ষম সব আশুতোষ
  কভু ত অবাধ্য নই—ঠেল না'ক পায়।
অবলা অলপ মতি যদিও চঞ্চল অতি
  থির কর, প্রাণেশ্বর! মরি যাতনায়!
শ্রীপদে মস্তক রাখি' সব যেন ভুলে থাকি
  বড়ই শীতল প্রভু চরণ তোমার !
প্রাণের ঈশ্বর তুমি বড় অবিশ্বাসী আমি
  ক্ষম দাসী অপরাধ, ভুলায়ো না আর ॥

দৃঢ় পরিচয়ে

(তুমি) গোপতে গোপতে ফের' সাথে সাথে
গোপতে কেন বা সোহাগ কর ?
নিদাঘ অনলে মু'খানি ঘামিলে
কেন বায়ু তুলে ব্যজন কর ?
না পারি বুঝিতে কত উঠে চিতে
না পাই দেখিতে কোথায় থাক।
বিহঙ্গম স্বরে কতই কাতরে
কেন বা নিয়ত আমায় ডাক ?
আমি বিনা আর নাই কি তোমার ?
তবে কেন তুমি আসিয়া যাও ?
থাকিতেও নায় আসে পাশে ফের'
জলভরা চ'খে কেন বা চাও ?
বুঝিনু প্রমাণ আছে ব্যবধান
তাইতে গোপনে এত বাস ভাল।
তুমি যা'র, তা'র কি দুঃখ আবার ?
এই ভেবে হৃদি করিব আলো॥
(যদি) প্রকাশ হইতে ভাব' বাধা ইথে
গোপনে গোপনে থাক' হে কাছে।
(আমি) স্মরিব যখন (তুমি) আসিবে তখন
(আমি) গোপনে বসা'ব হিয়ার মাঝে॥

[চতুষ্পঞ্চাশ]

"নমঃ প্রাণাধার" বলি' শতবার
গোপনে পড়িব আমি যবে পায়।
(তুমি) গোপনে হাসিবে আমাকে দেখা'বে
তোমারি এরূপ রূপ সমুদায় ॥
অহং ব্যবধান করি (তুমি) আমি ছাড়াছাড়ি
জীবাত্মাও পরমাত্মা অভেদ নিশ্চয়।
গোপন নাহিক সত্য, স্বপ্রকাশ সে যে নিত্য
বিচারিয়া দেখ, যাবে এ বৃথা সংশয় ॥



অভিমান।



(প্রভু) আর না সহিতে পারি।
চিন্তানলে মন জ্বলে অনুক্ষণ
দেখা দাও দুঃখহারি॥
কর কর্ম্ম শেষ ওহে হৃষিকেশ!
শুনি যে দয়াল তুমি।
দাও অবসর হও অগ্রসর
বড়ই ব্যথিতা আমি॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী সর্ব্ব চিত্তগামি
অবিদিত কিবা আছে?
জান ত সকলি ওহে বনমালী
কি লুকা'ব তব কাছে?
জেনে শুনে কেন তবু দুঃখ হান'?
একি হে চাতুরী হরি!
অবলা অজ্ঞান বল বুদ্ধি হীন
ভাব যে বুঝিতে নারি॥
যদি প্রেমবল হইত প্রবল
কেন বা সাধিব এত?
আমি না ডাকিতে আপনি আসিতে
আপনি হইতে রত॥

সহিব এবার ডাকিব না আর
দাও আছে যত দুখ।
হোক্ ক্ষুদ্র হৃদি তবু গুণনিধি !
দুখকে ভাবিব সুখ॥
সকল সহিব কল্পনা ছাড়িব
একান্তে থাকিব গিয়া।
আমারে ডাকিব আমারে দেখিব
আমারে রহিব নিয়া॥
(তখন) এস যদি তুমি চাহিব না আমি
আপনি কাঁদিয়া যাবে।
কেঁদে সুখ যত সুখে, নাহি তত
তখন বুঝিতে পাবে॥
বলে উন্মাদিনী শুন গুণমনি !
কাঁদা'লে কাঁদিবে তুমি।
হও সর্ব্বাধার দেখিব এবার
কেমন না কাঁদ তুমি॥

বনবাসে সীতা।

হায় সখি! কি বলিব, বলিবার নয়—
নির্ম্মল সরযূ জলে প্রফুল্ল নলিনীদলে
বায়ু স্পর্শে ভাঙ্গি' যেন দুই খানা হয়॥
বেড়িয়া নলিনীগণে সুগায়ক ভৃঙ্গগণে
স্তুতি পাঠে মানিনীর সোহাগ বাড়ায়।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ পাশে লুকা'য়ে যামিনী হাসে
বিহগ আনন্দে ধায় আপন কুলায়॥
আঁখি জল অবিরত নীরবে ফেলিয়া কত
মুছিয়া নয়ন, রবি প্রিয়া-মুখ চায়।
আরক্ত নয়ন হেরি' সূর্য্যমুখী ধীরি ধীরি
শিহরি' অন্তরে যেন কত কি সুধায়!
হেরি' সে মুখের ছবি বদন ফিরা'ল রবি
না পারি দেখিতে যেন অমনি লুকায়।
বনস্পতি পাশে পাশে যেতে যেতে তবু আসে
যায় যায়, তবু হায়! চলে না চরণ।
একটি দুইটি করি' ক্রমে ক্রমে সারি সারি
নীল নভে তারা ফুল ফুটিল তখন॥

অধরে টিপিয়া হাসি দাঁড়া'ল শশাঙ্ক আসি'
আঁটিয়া পরিল ধরা জ্যোছনা বসন।
হসিত বদনে নাথ, ধরিয়া আমার হাত
কহিল, "বল ত দেবি! কে বেশি সুন্দর?
হের হের নীলাকাশে সুনীল দপর্ণে ভাসে
তোমারই প্রতিবিম্ব, তাই শশধর॥
সৌন্দর্য্যে সুন্দর এত তাই দেখি অবিরত
এ হাসি মাখিয়া শশী করে ঝলমল।
কতদিন ভ্রমে পড়ে গিয়াছিনু ধরিবারে
হায় প্রিয়ে! ব্যর্থমুখে হইয়া বিকল॥"
কত স্নেহ-দয়া তা'র কত বা বলিব আর!
আমা হ'তে কোটিগুণে সে যে গো কাতর
রাখিয়াছে মোরে দূরে, এ কথা না মনে ধরে
অথবা কঠিন আজি আপনা উপর?
হায় সখি! রাজ্য ছাড়ি' যবে হই বনচারী
মাঝে থু'য়ে আসে পাশে দুই মহাবীর—
চাহি, মম মুখ পরে আঁখি ছল ছল করে
বিজলী ঢাকিতে যেন জলদ অথির॥
কত ঋষি পুণ্যাশ্রম দেখাইত প্রভু মম
নিত্য প্রাতঃস্নান হেতু গোদাবরী কূলে।
ধীরে ধীরে বনপথে যেতাম প্রাণেশ সাথে
কভু বসিতাম দোঁহে শিংশপার মূলে॥
খুলি মনিমুক্তা হার গড়ি' ফুল অলঙ্কার
সাজাইত প্রাণেশ্বর হাসিয়া হাসিয়া।

আজি বা কেমনে বলি সে আমারে আছে ভুলি'
হায় সখি ! এ কথায় বিদারয় হিয়া ॥
সতীর হৃদয় রাম ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষধাম
জানকী রামের প্রাণ, জানিও নিশ্চয় ।
আত্মা ছাড়া শূন্য দেহ দেখেছ কি কভু কেহ ?
আত্মা রাম আত্মা সীতা নাহিক সংশয় ॥



রামাশ্বমেধে স্বর্ণ-সীতা দর্শন।

এইকি আমর সেই কাঞ্চণ প্রতিমা ?
এই সেই ! রাম-হৃদি সিংহাসন যা'র !
কি বিষাদ তা'র দেবি ?—প্রাণেশ্বরী তুমি।
লোক অপবাদ ভয়ে দিছি বিসর্জ্জন
তপোবন ছলা করি— নহে প্রতারণা।
জানে না আমার সীতা, হৃদয় আমার ?
তবে কেন—কেন তবে এ মরম ব্যথা ?
কেন প্রিয়ে ! কেন আজ জড় প্রায় তুমি ?
কাতর নয়নে কেন ? মুখে কথা নাই ?
ছিছি সুহাসিনি ! ছাড়' এই দীন ভাব
রামরাণী তুমি ! বারে বারে ব্যথা পাও—
সত্য, দেবি ! দুঃখ মোর ললাটের লেখা।
সীতার দুঃখের তরে রামের জনম।
স্মর দেবি ! পূর্ব্ব কথা, সীতা-সম্মিলন
চঞ্চলা চপলা মত্ত অতৃপ্ত বাসনা !
প্রাণময়ি ! রামের এ যজ্ঞ আয়োজন
সকলি তোমার তরে। এস্বর্ণ-প্রতিমা
উপলক্ষ মাত্র দেবি !—উদ্দেশ্য কেবল
আমার জানকী পূজা—প্রকৃতি আমার।
সরমা, সে নিশাচরী কি বুঝিবে দেবি !
কেন মোর অবতার, কা'রে পূজি আমি।

কে আছে আমার, সখি ? তুমিই আমার
জীবনের সহচরী—জনমে মরণে।
রাম-বাক্য কভু মিথ্যা নহে, জান' তুমি,
আত্মা রাম—সত্য প্রিয়ে ! জীবের স্বরূপ ;
আর তুমি,—রাম-আত্মা-রমণ-প্রতিমা !
প্রকৃতি পূজয়ে প্রিয়ে ! পুরুষে যেমন,
পুরুষ তেমনি পূজে প্রকৃতি চরণ।
আমার হৃদয় তব বিহারের স্থান,
মনে ভাবি' দেখ দেবি ! সত্যযুগ লীলা—
শক্তিরূপে মম হৃদে নেচেছিলে যবে।
সীতার হৃদয় প্রিয়ে ! শ্রীরাম যেমন
রামের হৃদয় সীতা, জানিও তেমন।
গম্ভীরে চঞ্চল মাখা এই সে তোমার—
রামের জীবন ধন—সে রতন তুমি,
জলদে তড়িত, সতি ! রাম হৃদে তুমি।
তুমি দেবি ! আদ্যাশক্তি আমার আশ্রয়ে,
আমি প্রাণ পাই, প্রিয়ে ! হৃদে থুয়ে তোরে।
ছি ছি দেবি ! কথা কও পূর্ব্বের মতন—
ক্ষম মম অপরাধ—দোষী যদি আমি।

মন্দোদরী বিলাপ।

(১)

এমতি সময়ে হায় সতিনী বেষ্ঠিতা
আইলেন মন্দোদরী, মহা রণস্থলে ;
বায়স, শৃগাল, গৃধ্র, ভৈরব, পিশাচ
ঘোর কলবর করে—ভীষণ শ্মশানে ;

(২)

রুধিরের স্রোত-ধারা বহে খরতর,
গলিত পঞ্জর কোথা কৃমি কীটময়,
কোথাও বা অস্থিপূর্ণ দানব কঙ্কাল,
কোথাও বা ভগ্নরথ, হত রথীবর !

(৩)

কোথাও বা ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন শিরচয়,
হাসিছে দশন মেলি' যেন খল খল,
কোথাও শৃগাল—ত্বক্ করে আকর্ষণ,
আনন্দে রুধিরে স্নান করিছে গৃধিনী !

(৪)

চকিত নয়নে সতী কি যেন কি চায়,—
দেখিল মৈনাক সম সমর-প্রাঙ্গনে
ভুবন-বিজয়ী বীর রাজা দশানন !
রুধির-কর্দ্দমাক্লিষ্ট হায় হেম বপু !!

(৫)

মাথার কিরীট-মণি ধূলায় ধূসর
রতন, কুণ্ডল, হায়, স্বর্ণ আভরণ
মনোরম্য পট্টবস্ত্র। শোণিত সমুদ্রে
রক্তপদ্ম সম হায় ভাসিছে আনন।

(৬)

অচল ভূধর সম লঙ্কা-সুশোভিনী
দাঁড়াইয়া রণস্থলে নারীগণ মাঝে ;
শব্দ নাহি মুখে কোন, শুষ্ক নেত্রদ্বয়—
প্রলয় ঝটিকা অন্তে সাগর যেমতি !

(৭)

শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধি' যেন শৈলবালা
আইলা সঙ্গিনী সহ হেরিতে শ্মশান !
কহিলা গম্ভীরস্বরে হ'য়ে মুক্ত কেশী
রাজ-রাজেশ্বরী বামা উন্মাদিনী সম !—

(৮)

"এই কি সংসার হায় !" কাঁপায়ে পর্ব্বত,
ব্যোম-পথ; বনস্পতি শিরায় শিরায়,
সুদূর সাগর তটে সেই আর্ত্তস্বর
প্রতিধ্বনি হ'ল—"হায় এই কি সংসার ?"

(৯)

নড়িল হৃদয় যেন মৃদুশ্বাস ভরে,
জাগাইতে পূর্ব্ব স্মৃতি বুঝি শবচয়
উদাস নয়নে হায় ! ক্ষণকাল তরে,
কি যেন দেখিল চাহি' মলিন অধরে !

(১০)

তখনও শত সাধ !—হাসিল দানবী
গভীর আঁধারে যথা বিজলী সুন্দরী
ঈষৎ হাসিয়া, হেরি' তমোময়ী ধরা,
লুকায় বারিদ বুকে চারু মুখ ঢাকি'।

(১১)

কতই অস্ফুট ভাব নিমিষের তরে,
মানব হৃদয়ে ভাসে সে হাসি-ছটায় !
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি' পুনশ্চ সুন্দরী
কহিল গভীর মৃদু মর্ম্মভেদি স্বরে—

(১২)

"ত্রিভুবনেশ্বর পতি—তাঁহার মহিষী,
অতুল সৌভাগ্যবতী, সর্ব্ব লোক'পরে,
কে কোথা আমার মত ছিল তিন লোকে ?
অথবা হ'বে কি আর বা' হ'বার নয় ?

(১৩)

অনল, অনিল, কাল সর্ব্ব-নিয়ন্তক,
নগেন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, নিজে পদ্মযোনি,
ভীত যাঁর নামে হায় বাসুকী সতত,
পুরিয়া নিশ্বাস নিতে কাঁপিত অন্তরে।

(১৪)

কর্ব্বুরকুলেরমণি রাজা দশানন—
নাহি আর এ সংসারে ? একথা অলীক !
প্রত্যয় হইবে কা'র. কে হেন উন্মাদ,
রাবণের মৃত্যু—মৃত্যু চির দাস যাঁর ?

(১৫)

নাহি বুঝি, তুমি অহো ! তাই কি নির্ভয়ে ?
আনন্দ উৎসবে মগ্ন চরাচর-বাসী ?
পূর্ব্বের সন্মান হায় ! কোথায় আমার ?
লঙ্কানাথ ! এ আঘাত বাজে যেন বাজ !

(১৬)

যাঁহার প্রতাপে আমি ত্রিলোক ঈশ্বরী,
থর থরি কাঁপে যাঁ'র কটাক্ষ ঈক্ষণে
যক্ষ, নাগ, সুরাসুর। সব দৈবাধীন !
বুঝিলাম চিরসুখ নাহিক হেথায় !

(১৭)

শুখাইলে তরু, কোথা লতিকা আদর ?
কে না দলে পদে তা'রে ধুলায় ধূসর ?
ক্ষীণ ক্ষীণতর অঙ্গ, মরম যন্ত্রণা
কত যে পরাণে তা'র, কে বোঝে তখন !

(১৮)

নারীর গৌরব স্বামী—তাঁহার বিহনে
প্রকৃতি বিমুখ সদা তার সহবাসে !
রজনী-নয়নতারা চন্দ্র সুধাকর
সেও হয় দিনে দিনে ক্ষীণ, উষ্ণ শ্বাসে !

(১৯)

পশ্চিম গগণে যথা অস্তগত ভানু,
নিরখি' করালময়ী তামসী যামিনী
হীম-স্পর্শে কাঁপে যথা ফুল্ল কমলিনী
হেরি' কাল ছবি হায় ভাঙ্গা মেঘ পাশে !

(২০)

দাসীর হৃদয়-সূর্য্য তুমি যে আমার !
আঁধার সংসার হায় তোমার বিহনে !
রাজেশ্বর তুমি যথা আমি রাজরাণী
নতুবা ঐশ্বর্য্যে মম শুধু হলাহল !

(২১)

চল প্রভু, ওই কাঁদে সোণার নগরী,
তোমার বিরহে হায় ! নাহিক সে জ্যোতিঃ,
অতুল ঐশ্বর্য্য তব, হেম সিংহাসন,—
বৈদূর্য্য রতন সম দ্যুতি মনোহর।

(২২)

বিশাল সাম্রাজ্য তব, সাজে কি রাজন
পৃথিবীর অধীশ্বর এ কাঙ্গাল বেশ ?
অদ্বিতীয় বীর তুমি, হায় ! আজীবন
বীরেন্দ্র ভূষণে অঙ্গ করিলে সজ্জিত।

(২৩)

কোথা লৌহবর্ম্ম আজি ? সুদৃঢ় কার্ম্মুক ?
কোথায় সে শরাসন ? কোথা তূণীচয়
ত্র্যম্বক সদৃশ বিশ্ব-বিনাশি ত্রিশূল ?
কোথা সে উলঙ্গ অসি উদ্গারে অনল ?

(২৪)

পরম চৈতন্যময় বৈদেহি-ঈশ্বর,
দুষ্টের দমন তরে যুগে যুগে তিনি,
মায়ায় মনুষ্যরূপ করেন ধারণ ;
নিষেধিনু তাই তোমা করিতে সমর।

(২৫)

তাই কি দাসীর'পর করি' অভিমান
ত্যজি আজ অলঙ্কার ভূতলে শয়ান ?
বীরপত্নী আমি—কভু ডরি কি সমরে ?
উঠ প্রভু ! সাজাইব বীরের মতন।

(২৬)

হে প্রাণনাথ ! তব দাসী পদতলে,
কেন না সুধাও আর ? কিসে অপরাধী
গুণনিধি ? অভাগীর কে আছে সংসারে ?
তোমার মহিষী হয়ে দাঁড়া'ব কোথায় ?

(২৭)

জনমে মরণে মম তুমিই আশ্রয়—
ভুলিলে কি সব আজি ? নতুবা কেমনে
এখন নীরবে তুমি ?—না দাও উত্তর ?
অথবা এ সব মিথ্যা সংসারাড়ম্বর !!

(২৮)

ছুটিছে আবর্ত্ত তুলি' মোহের এ ক্রীড়া,
কভু আসে, কভু যায়, জলোর্ম্মির প্রায় !
বাসনা-হিল্লোলে মাতি' জীব তৃণসম
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিছে সংসারে।

(২৯)

ভুলিব বলিয়া যাই, কিন্তু কর্ম্ম-স্রোতে
আবার টানিয়া আনে। কামনা জড়িত
পূর্ব্ব-সংস্কার। দুরন্ত কালের গতি
ফেরে সদা চক্র সম ! সুখের গরিমা

(৩০)

এ ছার জগতে কোথা ? নতুবা কি আজ
আমার এমন দশা—বিধি-অগোচর ?
কে জানিত, কে ভাবিত হইবে এমন
বীরেন্দ্র জননী আমি—দানব-দুহিতা ?

(৩১)

ত্রিলোক-বিজয়ী হায় ! দুর্দ্দান্ত অসুর
আজ্ঞাধীন যাঁ'র সদা, সেই মন্দোদরী
সামান্য রমণী সম এ মহাশ্মশানে
জুড়া'তে তাপিত প্রাণ ক্ষণকাল তরে !

(৩২)

কেহ ত কহে না হায় ! আর দু'টো কথা ?
নিষ্ঠুর জগতে বুঝি নাহি স্নেহ দয়া ?
অথবা কে আছে আর ?—সব শবময় !
শব-কণ্ঠে ঘোরতর তীব্র আর্ত্তস্বর !!

(৩৩)

পশিবে কাহার হায় ! শ্রবণ-বিবরে—
জীবন্ত কেহ ত নাই !—স্বপ্ন আর্ত্তস্বর
পার্শ্ববর্ত্তি কর্ণমূলে পশিবে কেমনে ?
নিদ্রায় আচ্ছন্ন সে যে, কে জাগ'বে আর ?

সত্যবান।



স্থির সৌদামিনী সম ঘোর অন্ধকারে
এখনও তেমনি বসি'। কি যেন কুহকে
আচ্ছন্ন করিল মোরে, কত যুগ পরে
পাইনু চেতন পুনঃ। অদ্ভুত ঘটনা
কত যে দেখিনু সতি! জ্ঞানময়ী তুমি,
সত্য কি সে সব প্রিয়ে? অথবা কোথায়
মরিয়া জীবন পায়? কেমনে বা বলি
অলীক এ সব প্রিয়ে? ধন্য তুমি ধন্য তব
সতীত্ব প্রতিভা! সার্থক তোমার দেবি
ব্রত উপাসনা! ধন্য অশ্বপতি পিতা,
দ্যুমৎসেন প্রাণরমা-বধূরূপে গৃহে
যাঁর, পূর্ণানন্দময়ী। ধন্য আমি, যার
পাশে হেন সঞ্জিবনী সাবিত্রী আমার!
জানি না কি পুণ্যফলে পাইলাম তোরে!
কোথা মৃত্যু?—মৃত্যুভয় থাকে কি কখন
হেন পতিব্রতা নারী সহায় যাহার?
মৃত্যু নয়—সাধ্বি! তব মহিমা সকলি
দেখিনু প্রত্যক্ষ আজি; কিন্তু মহামোহে
নিবারিতে নারি; মোরে প্রবল প্রবাহে
কর্ম্মপাশে বাঁধে হায়! অচেতনবৎ

স্বপন প্রক্রিয়া সম ; কাতর হইয়া
কত যে ডাকিনু তোরে ; অশরীরি বাণি
পশিল শ্রবণমূলে, এমনি সে স্বর—
হৃদয় মাথান যাহা কে পারে ভুলিতে !—
"বল নাথ ! চিরদাসী চরণে তোমার,
জন্ম মৃত্যু আবরণ মায়ার লীলায়—
মোহের সম্ভব কোথা অব্যয় আত্মার ?"
বুঝিনু সঙ্কেত—কিন্তু পূর্ব্বাপর যত
জাগিল সংস্কার-রাশি—দেখিনু সভয়ে
মহাপাশ হস্তে এক নীল জ্যোতির্ম্ময়
দাঁড়া'ল পুরুষ আসি' শিয়রে আমার !
নিবারিয়া ঘনঘটা বিবস্বান যথা
স্বীয় তেজে আলোময় করেন ভুবন,
নিবাড় অরণ্যরাজি গভীর আঁধারে
কোটি ভানু-রশ্মি যেন হইল বিথার !
তব অঙ্ক হ'তে সতি ! লইয়া আমায়
চলিলেন কোথা যেন, বিকল ইন্দ্রিয়,
নারিলাম বাধা দিতে,—অজানিত পথ—
দেখিয়াছি বলি' কভু হয় না স্মরণ।
ঝিল্লী-ঝঙ্কারিত বন—একাকিনী নারী—
তাহে চতুর্দ্দশী নিশি—নীরব অটবী—
সিংহ, ব্যাঘ্র, ব্যাল আদি করিযূথ-পতি
হুঙ্কার করিছে দূরে—সভয়ে ব্রততী
তরু দেহে চায় যেন মিলাতে শরীর !

কাল-পাশে বদ্ধ জীব হায় রে তখন,
পশ্চাৎ ফিরিয়া চায়, কত আকিঞ্চন,
কত স্নেহ, ভালবাসা, নীরবে মিলায়
নিঃস্পন্দ নয়নে! জীব সদা অচেতন
মায়ার বন্ধনে। সামর্থ্য-বিহীন আজি,
কালের কবলে তেঁই, কাপুরুষ সম
নিজ মুক্তি হেতু সাধিলাম কত তাঁরে—
"দেহ অবসর, ক্ষণকাল তরে প্রভু—
দেখি একবার—শুধাই একটি কথা—
এ দুর্গম স্থানে একাকিনী রাখি' তারে
যাইব কেমনে? ছায়াসম নিত্য সে যে
সঙ্গিনী আমার। কি বলিবে, পুনঃ দেখা
হ'লে এর পর?"—কত যে কাঁদিনু প্রিয়ে;
কিন্তু দেবি! কি আশ্চর্য্য চারু বিম্বাধর
হাস্যময়ী!—নাহি কোন আশঙ্কার লেশ!
ভাসিছে বদন-পদ্ম স্বর্গীয় প্রভায়!
কি অদ্ভুত জ্যোতিঃ, দেখি নাই কভু,
সুন্দরি! সাজিতে হেন মনোময় বেশে!
বড়ই নিশ্চিন্ত, চির আকাঙ্খার ধন
লভ্য যেন সুদুষ্কর তীব্র সাধনায়—
সুদৃঢ় কল্পনা যেন সিদ্ধ এত কালে।
সতীত্ব কাহার নাম, দেখাতে ত্রিলোকে—
কার্য্যের গৌরব রাখি' ক্ষণকাল তরে
জ্ঞানামৃতে মহাকালে তুষিলা সুন্দরি!

কহিল তোমায় কত পুরুষ-প্রধান
বার বার মিষ্ট স্বরে—জনক যেমতি
ভুলায় তনয়া নিজ। কহিলা আবার
"পিতৃ শ্বশ্রূকুল, উদ্ধারিলে নিজ গুণে,
অপূর্ব্ব চরিত্র তব! মনোনীত বর
লহ সাধ্বি! পুনর্ব্বার কি চাই তোমার?"
কহিলে সুন্দরি! তুমি যুড়ি' দুই কর,
"কি আর বলিব প্রভু অন্তর্য্যামী তুমি,
'অবৈধব্য হ'ক' বলি' দেব ঋষিগণ
নিত্য আশীর্ব্বাদ পিতঃ! করিত আমায়।
তুমি ধর্ম্ম—একমাত্র আমার আশ্রয়,
যেতে বল, কোথা স্থান আছে চরাচরে?
মৃত্যু-পাশে বদ্ধ স্বামী,আমি পতিব্রতা,—
কেমনে বলিলে? দেব! অলঙ্ঘ্য তোমার
বাক্য, লঙ্ঘিবে কেমনে? সত্যবাদী—দাসী
ভাগ্যে দেখি বিপরীত।" হাসি' দণ্ডপাণি
কহিলেন, সত্য বৎসে! যা' বলিলে, কিন্তু
আয়ুঃক্ষয়ে সর্ব্ব জীবে অধিকার মম;
বিধির এ বিধি দেবি! সদা রক্ষণীয়
উচিত নয় কি বৎসে?—জিজ্ঞাসি তোমায়—
সতী তুমি কোন্ বিধি তব অগোচর?
কিন্তু আজি বড় প্রীতি পাইনু জননি!
দেব, দ্বিজ, পতিভক্তি দেখিয়া তোমার।
সমাহিত মনে নিত্য স্মরি' ভগবান

তব ব্রত অনুষ্ঠান করিলে রমণী,
তোমা সম হ'বে সতী, মহা ভাগ্যবতী।
মুক্ত তুমি ! তবু কেন হেন অভিলাষ
স্বামী সনে খেলিবার ? পুরুষ প্রকৃতি
অভিন্ন বুঝিনু দেবি !—ধর লীলাময়ি !"—
ইহা বলি পাশমুক্ত করিয়া আমায়
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে লীন হইলেন তিনি।

মানব।

(১)

"এই যে অনন্তাকীর্ণ আকাশ মণ্ডল
এই যে অনন্তাকীর্ণ বিটপী শ্যামল
এই যে ব্রহ্মাণ্ডবেষ্টি জলধির জল
ক্ষুদ্র কি অনন্ত মাঝে মানব(ই) কেবল ?

(২)

এমনই কি অনিপুণ সেই বিশ্বদেব ?
অসীমের বোধ হেতু সসীমে সৃজন ?
অনন্তের মাঝে ভাসে সঙ্কীর্ণ মানব,
খরতর স্রোতে পড়ি' তৃণখণ্ড সম ?

(৩)

জীব আত্মা অতি ক্ষুদ্র, মনে নাহি ধরে ;
সন্দেহ-প্লাবিত হৃদি—তৃপ্ত নাহি হয়"—
নির্জ্জনে, সন্দেহ যুবা বিমোচন তরে
কবির বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত হয়—

(৪)

যতদূর চলে দৃষ্টি বিশাল প্রান্তর
মানবের তুচ্ছ—তবু অবস্থিতি করে,
একটি অশ্বত্থ শুধু দেখিছে প্রান্তরে
যোগী যথা, স্থির নেত্রে, হেরে আপনারে

(৫)

জগৎ-প্রদীপ এবে হয় অস্তমিত
লুকায়িত স্থান হ'তে দেখিল আঁধার,
ধীরে ধীরে নিজ দেহ করিয়া বর্দ্ধিত
আক্রমিল ধরা এবে, হইয়া সত্বর।

(৬)

আহ্লাদে কোটর ত্যজি' পেচক ডাকিল,
ক্ষীণ-চক্ষু বিহঙ্গম উড়িল বিমানে,
সুস্বরে শৃগালকুল একত্রে ঘোষিল
প্রথম প্রহর নিশা, গ্রামবাসী জনে॥

(৭)

ক্রমে ধীরে কোলাহল হ'ল মন্দীভূত,
গভীর নিস্তব্ধে ধরা হয় নিমজ্জিত,
নির্ব্বাকে দাঁড়া'য়ে যুবা হইয়া স্তম্ভিত
না বুঝিল কেন তার চিত্ত প্রশমিত॥

(৮)

সংরুদ্ধ আবেগ, যুবা পাষাণ মুরতি,
নিশ্চল প্রকৃতি সনে নিস্তব্ধ প্রান্তরে
ধীরে আসি' পরশিল সোহাগে প্রকৃতি।
মিটিল সন্দেহ, যুবা হাসিল অন্তরে।

(৯)

প্রকৃতি ফুটা'ল হৃদি—দেখিল যুবক,
দেখিল আছয়ে যেই হৃদয় ভরিয়া,
সেই আছে বিশ্বরূপে জগতে ছাইয়া ;
বাহিরে যা' দেখা যায় ভিতরে সকল।

(১০)

পিতৃ-আত্মা পুত্ররূপে জনমে যেমন
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিরূপে হইল তেমন,
মূঢ়-বুদ্ধি, ভিন্ন দেখে—ভিন্ন, কিছু নয় ;
নাম রূপে, ভিন্ন—কিন্তু স্বরূপে, তা' নয়

বিলাপ।



পঙ্কিল হৃদয় লয়ে কেমনে মিশিব হায়!
আকাশের সনে?
(ও যে) শরতের স্বচ্ছমেঘ অন্তর বাহির শুদ্ধ
মালিন্য না জানে।
জটিল কুটিল হ'য়ে কেমনে ধরিবে হায়!
আকাশ চন্দ্রমা?
(ও যে) সুর সোহাগের ধন সরলতা সুধা মাখা
নাহিক কালিমা!
তোমার পাষাণ দেহ কেমনে গলিয়া হায়!
হইবে সরসী?
(ও যে) তরল হৃদয়ে ধরে প্রভাত রঞ্জিত মেঘ
আর রবি শশী।
প্রেম-শূন্য ক্ষুদ্র প্রাণে কেমনে বুঝিবে হায়!
সাগর মহিমা।
(ও যে) বিশাল অনন্ত প্রেমে নিত্য নিরবধি ছোটে
ভুলিয়া আপনা।
দম্ভভরা হায়! তুমি ফুটিবে কুসুম মত
অন্যের কারণে?
(ও যে) ভ্রমরের গুঞ্জ রবে সোহাগে ফুটিয়া উঠে
সরল পরাণে।

কুৎসা-তৃপ্ত কর্ণ তোর   কেমনে শুনিবে হায়!
পিক সপ্ত স্বর?
(ও যে) প্রকৃতি উল্লাসে শোনে আনন্দে বিভোর হ'য়ে
তুষি' ঋতুবর।
তোমার ও কটু আঁখি কেমনে দেখিবে হায়!
প্রভাত শিশির?
(ও যে) তরুণ অরুণ দেখে মেলিয়া সহস্র আঁখি
এতই মধুর।
উন্মত্ত বাসনা তব   গাহিবে তাহার নাম
ডাকিবে তাহাকে।
যগুপি আপন প্রাণ   সে প্রাণে মিশা'তে পার
পাইবে তাহাকে॥

—:•:—

বিজয়া।



বিজয়া ফুরা'য়ে গেল দেবগুরু বারে,
প্রভাতে বিদায় নিলে—নয়নের জলে
ভাসিল প্রকৃতি ঘন মেঘ বরিষণে।
শূন্য হিয়া ফিরে আসি' দিয়া বিসর্জ্জন
রুদ্ধ শোকভরে, জীবন শুখা'য়ে এল।
পাগলিনী মত চাহিনু তাহার পানে
পরাণে পরাণ চাপি'; স্বপ্ন মনে হয়
আবার আসিলে তুমি; কি বুঝিব আমি—
আপন ইচ্ছায় খেল সে খেলা তোমার;
বলিবার কিছু নাই, আবার হৃদয় কাঁদে
তব অদর্শনে। কত দিন, বর্ষ যা'বে
আবার দেখিব কবে? কেমনে থাকিবে?
কেমনে থাকিব আমি? কি হ'বে আমার?
অথবা যাইবে দিন যেমন যেতেছে।
একে একে থেকে থেকে ভাসিছে পরাণে
এ মহা পূজার স্মৃতি; রবির বাসরে—
শুভ ষষ্ঠী যোগে দেখিনু তোমায় যবে
কত স্থির—কত ধীর—মূরতি তোমার;
কত যে উঠিল প্রাণে কি হ'বে বলিয়া!
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীর নিশি
হ'য়ে আত্মহারা কিছু নাহি জানি আমি।

কি ঘোরে কি মত্ত হ'য়ে কি যে করি আমি-
সকলি মধুর লাগে, সকলি সুন্দর !
জগন্মাতঃ তুমি, তুমিই রক্ষিবে মোরে।
মা হইয়া আমি তব ক্রীড়ার পুতলী।
আজি আমি প্রাণ-শূন্য, নিতান্ত দুর্ব্বল
তথাপি প্রতিজ্ঞা করি আদেশ পালনে,
কাটিব এ দীর্ঘকাল তোমা লক্ষ্য করি' ।
আজ হ'তে যেন, নূতন হইল জন্ম।
সর্ব্বসঙ্গ ত্যজি', তোমায় স্মরিয়া পুনঃ
করিব যেমন আজ্ঞা—কর আশীর্ব্বাদ।



মাধবী।

কত সুখে থাক তুমি   দেখিতে এলেম আমি
সজনি ! সত্যই তোরে বড় ভালবাসি,
কত ছলে ঘুরে ফিরে তাই হেথা আসি।
হৃদয় দুয়ার খুলি'   ফুটাইয়া ফুলগুলি
বিনা সূত্রে গাঁথি' মালা সাজাও কাহায় ?
প্রাণভরে পুষ্পাঞ্জলি ঢাল' কা'র পা'য় ?
এতটুকু হৃদি মাঝে   এত খানি প্রেম রাজে
বিশাল হৃদয়, জানি, প্রেমের আধার,
তোমারে দেখিয়া গেল সে ভ্রম আমার।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আজ   পরিয়া কুসুম সাজ
দেখাইছ তা'রে বুঝি পাতিয়া হৃদয় ?
সুনীল মেঘের কোলে যেন তারা চয় !
তোমারি ভূষণে সাজি'   ভুলে গেছে তরু আজি
তুমিই তাহার আছ ভরিয়া সংসার,
যা' দিয়ে করিবে পূজা, তা'ও যে তোমার !
তোমার মতন ক'রে   পারি যেন প্রাণ ভ'রে
সাজাইতে তারে, সখি ! বড় মনে সাধ,
প্রণমি তোমারে, দেবি ! কর আশীর্ব্বাদ ॥

—:•:—

সহকার প্রতি।

একাকী দাঁড়া'য়ে আজি কেন সহকার?
মলিন অঙ্গের বেশ যেন নাহি সুখ লেশ
কি এত গভীর জ্বালা পরাণে তোমার?
বসন্তের আগমনে নব নব আভরণে,
কেমন সেজেছে দেখ সারাটি সংসার।
আনন্দ উচ্ছ্বাস কত হের উঠে শত শত
তটিনীর বুকে ওই,—এদিকে আবার
সুসৌগন্ধে উনমত হের আসে মধুব্রত
বিলম্বে করিল বুঝি মৃদু তিরস্কার!
নীল সরস্বতী জলে রক্তিম অঙ্গুলি তুলে
নিষেধিল ওই ক্রোধে পদ্মিনী আবার।
ফুল সনে বায়ু মিশি কথা কয় দিবা নিশি
তারকা খচিত বাস পরি' শশধর।
উজলিয়া বসুন্ধরা ঢালিয়া সুধার ধারা
ওই দেখ হাসে শশী টিপিয়া অধর॥
খোলা প্রাণে নিরন্তর, কুহরিছে পিকবর,
শুধু নিরানন্দ তুমি, এ হেন সময়ে।
শুন, তরু! সুধি তাই কেহ কি তোমার নাই?
কি চাই, কি নাই তব, কি ব্যথা হৃদয়ে?

সিন্ধুর প্রতি।

(১)

সমদুঃখী ব'লে তুমি তাই হেথা থাকি আমি
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাসে এ হৃদয় ভরা,
তাই গো ছুটিয়া আসি পাগলিনী পারা।

(২)

কত যে পরাণে উঠে বলিতে না ভাষা ফুটে
অথবা বলিলে কা'র হইবে প্রত্যয় ?
কা'র বা এমন আছে বিশাল হৃদয় ?

(৩)

এ বুক শতধা হ'য়ে গেছে সিন্ধু দেখ চেয়ে
উন্মত্ত প্রলাপ হায় ! কে শুনিবে আর
তুমি আছ—তোমাকেই বলি বার বার।

(৪)

ভুক্তভোগী হও তুমি কি আর জানা'ব আমি
গাহুক মধুর গীতি পিক পাপিয়ায়
আর না জুড়ায় প্রাণ স্নিগ্ধ জ্যোছনায়।

(৫)

নবঘন দরশনে নাচুক ময়ূরীগণে
হাসুক চন্দ্রমা আজি নীল নীলিমায়
এ পোড়া জীবনে শুধু জ্বালা রাশি হায় !

(৬)

কুসুম কানন'পরে   বেলা যুঁই থরে থরে
সুরভি সুঘ্রাণে ধরা হউক মগন
আমি থাকি দূরে—ছায়া, না লাগে যেমন।

(৭)

বসি' তরু শাখা'পরে   ডাকুক কোকিল ধীরে
সাজুক প্রকৃতি সতী সুন্দর ভূষণে,
চিরদিন অশ্রুধারা ঝরিবে নয়নে।

(৮)

গোলাপের হাসি মুখ,   হেরি পাইতাম সুখ
সে দিন গিয়াছে, সিন্ধু! করমের দোষে,
তাই এ দগধ হৃদি আর ত না হাসে।

(৯)

সংসার সুখেতে ভোর কি জ্বালা যে বুকে মোর
বোঝে না, দেখে না কেহ বারেক চাহিয়া!
তাই গো তোমার তীরে আসি যে কাঁদিয়া।

(১০)

প্রাণ-গলা দুই বিন্দু   অশ্রুজল নাও সিন্ধু
আশীস আমারে কর—তোমার মতন
পারি যেন বহিবারে দুঃখের জীবন!

(১১)

অমনি আছাড় খেয়ে   পড়ি যেন লুটাইয়ে
তুমি ত দেখিবে সব, নিত্য পয়োনিধি!
থাকুক এ দুঃখ মম জীবন অবধি।

(১২)

স্মরিলে এ সব কথা ভুলে যাই মর্ম্ম ব্যথা
তোমার অনন্ত বুকে বিন্দুমাত্র স্থান,
যদি দয়া করে দিয়া, কর পরিত্রাণ !

নদী দর্শনে।

সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ কায়ে যেন ভুজঙ্গিনী
এই যে পড়িয়া তুমি অতি বিষাদিনী,
অতি মৃদু বহিতেছে নিশ্বাস পবন,
অতি ধীরে কাঁপে বুক জানায় জীবন,
কুলু কুলু নাহি, নদি! হৃদয় উদাসী,
অগণ্য তারকা ঘেরা আকাশের শশী—
ধরে না তোমার ওই সঙ্কীর্ণ সলিলে
বালুকা-পঞ্জর ক্রমে গ্রাসিতেছে জলে।
বুক-ভরা নাহি জল, এবে কাঙ্গালিনী
তরু নাহি দেখে মুখ তট-বিপ্লাবিনী,
শরতে ভাসে না জলে রাজহংসচয়
ঢলে ঢলে খেলে না'ক তরঙ্গ নিচয়,
তব তটে নাহি উঠে দেবের মন্দির,
শিবপদ প্রক্ষালিতে নারে তব নীর,
ভরা নাহি কেন তুমি, পূর্ব্বের মতন?
কেন বা তোমার, নদি! এ দশা এখন?
বল কোথা গেছে ফেলি' স্বজন তোমার?
তাই কি হয়েছ ক্ষীণ চিন্তায় তাহার?
এই দীন দশা, নদি! দেখিয়া তোমায়
হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হতেছে আমার।

তোরে দেখি ফাটে বুক, বহে অশ্রুধার,
মনে পড়ে সেই কথা শত শত বার—
সাগর সঙ্গম তরে আশার উল্লাসে
কেমন ছুটিয়া যেতে মৃদু মৃদু হেসে ;
বিশাল সাগর, নদি! পাতিয়া হৃদয়
কেমন সোহাগে তোরে বুকে তুলে লয়।
অস্তিত্ব নাশিয়া নিজ, অনন্তের সনে
মিশিতে পারিলে, সে ত এমনই টানে।
বল, নদি ! কেন আজি এ দশা তোমার ?
বল, নদি ! কোথা গেল সে দিন আমার ?
সে বলে রয়েছি 'আমি'—আমি'নাহি পাই
জল-ভরা চ'খে কত খুঁজিয়া বেড়াই।
তবুও রেখেছি প্রাণ, তা'র বাক্যে নদি !
আসিবে নিশ্চয়,—সে যে বড় দয়ানিধি।

নীলধারায় মেঘ।

ঝাঁপিয়া নীরদ যেন নিম্নদিকে ধায়
উছলি' তরঙ্গ ছোটে ধরিতে তাহায়,
মিশামিশি হ'তে আশ, নীলাকাশে জলাকাশ
সজল নয়নে যেন কত কি জানায়!
কভু অভিমানে কাঁদি' ধরণী ভাসায়।
কভু বা বিজলী এসে, হাঁসায়, আপনি হেঁসে
ক্ষণিক পরশে তা'র আবার হিয়ায়
নূতন তরঙ্গ কত খেলিয়া বেড়ায়!
নিতি নিতি দেখাদেখি তবু নহে কেহ সুখী
চোখে চোখে থাক, তবু দূর দূরান্তর।
কেন কাঁদে, কেন কাঁদ, বল' নীলাম্বর?
কে বুঝিবে ঐ খেলা? বলিবে,—জড়ের মেলা!
অদূরে হিমাদ্রি কেন স্থির ভাবে রয়?
সে কি এ প্রাণের কথা কয়েছে নিশ্চয়!
জড় দেহ দেখ যথা চেতন নাহিক তথা-
কেমনে জানিলে বল? এ কোন্ বিচার?
জড় দেহ বিনা কোথা চৈতন্য বিহার?
দেখ নব বস্ত্র প'রে, বনস্পতি থরে থরে
আপনি আপন ভাবে মুগধ কেমন!
তবু দেখ এই খেলা করিছে ঈক্ষণ।

——:o:——

'লছ্‌মন্‌-ঝোলায়' গঙ্গা

একি মা ! কোথায় যাও শৈলরাজ-বালা
ছুটা'য়ে হৃদয়ভাব তরঙ্গের মালা ?
ছুটিছ উন্মত্ত বেশে বল গো মা কা'র পাশে ?
সে কে মা তোমায় এত করিল অথির ?
কা'র ভাবে কেঁদে কেঁদে হইয়াছ নীর ?
কুলু কুলু কুলু স্বরে কি কথা বল মা তা'য়ে
নিবেদি চরণে মাগো শুন গিরি-সুতা—
কা'র সনে দিবানিশি কও এত কথা ?
কি লাগি' বিভোর এত ছুটিতেছ অবিরত,
অনন্ত সোহাগে কা'র পড়িছ ঢলিয়া ?
তবু ছোট একি মাগো নাচিয়া নাচিয়া !
নাহি দৃষ্টি কোন খানে, চলিয়াছ কোন্ টানে ?
গাহিয়া কাহার গুণ ? সে তোর কে হয় ?
দ্রবময়ি ! প্রাণরূপা তুমি ত নিশ্চয়।
নির্জ্জনে গহন বনে কত কাল যোগ ধ্যানে,
আরাধিল তোরে, শিবে ! রাজার নন্দন,
তপে তুষ্টা, বাঞ্ছা তা'র করিলে পূরণ ?
মহাপাপী ত্রাণ তরে আসিলে পৃথিবী'পরে,
স্পর্শ মাত্র কোটি কোটি পাপী মুক্তি পায়—
তুমি তবে কেন মাগো কর হায় হায় ?

গঙ্গার উক্তি।

কি বুঝিবে তুমি এর, অবোধিনী বালা ?
বিষাদ তরঙ্গ নয়—আনন্দের এ খেলা !
কেমনে বলি মা তোরে, কে গো সে পাগল করে,
আপনি আপন মনে বলা বলি করি ;
কে যে সে আমার হয় বুঝিতে না পারি।
সে ভাবে হৃদয় ভরা, হইয়াছি ত্রয়ো ধারা,
দিগন্ত ব্যাপিয়া শুনি সেই স্বর মাথা ;
উছলি' লহরি ছোটে নাহি পড়ে ঢাকা।
দিবানিশি অবিরাম, জপয়ি জপয়ি নাম,
কত যে পরাণে উঠে আনন্দ তুফান।
নিতুই নূতন, মাগো নাহি অবসান।
কত মা বলিব তোরে, ছি ছি মা সরম করে,
জনম আমার সেই শ্রীপদে, জননি !
সেই হেতু আমি আজি ত্রিলোক-তারিণী !
কত ভাব রূপ ধ'রে আমায় পাগল করে,
কখন চরণে দিয়া রাঙ্গা জবা-চয়
নব-দূর্ব্বাদল রূপে পদধূলি লয় !
কখন চরণে পড়ে, কভু বা জটায় ধ'রে
কখন বামাঙ্কে রাখি হাসি' হাসি' চায়,
কৃপণের ধন সম সোয়াতি না পায়।

সত্য সত্য নাহি আর, আমি বিনা কেহ তা'র,
সকলি অদ্ভুত তা'র—সোহাগ, আদর!
সর্ব্বলোক-খ্যাত মাগো ক্ষ্যাপা দিগম্বর!

কত আরাধনা করে, আজি বহুদিন ধ'রে,
মম পিতা হিমালয়—এসেছিনু তাই,
অর্দ্ধপথে স্মরি' তা'রে, পুনঃ ফিরে যাই।

ক্ষণিকে কলপ সম, না দেখিলে হয় মম,
কি বলিব, কি শুনিবে, কেন বা এমন?
নাহিক তুলনা আর দ্বিতীয় তেমন!

শ্মশান ও হাড়মাল, ডমরু বাঘের ছাল,
পাগলের প্রিয়—তাই আমি ভালবাসি,
সস্নেহে মুছা'য়ে লই শব ভস্মরাশি।

স্ফীত ও দুর্গন্ধময় কত আসে শবচয়
বুকে ধরি' সে সময়, কিন্তু কাঁদে প্রাণ,
স্মরিয়া জীবের হায়! অহং অভিমান।

শিবত্বে শমন ভয়, নাহিক—হ'বার নয়,
মৃত্যুঞ্জয়ী নাথ মোর—অজর, অমর!
শান্তমূর্ত্তি আশুতোষ, তুষ্ট নিরন্তর।

যা' বলিলে সত্য তুমি, জীবের জীবন আমি,
সকলে বলে মা মোরে শান্তিপ্রদায়িনী—
আমার শান্তির স্থল—শম্ভূ শূলপানি!!



কণ্টক-বৃক্ষে লতিকা।

(১)

নিদাঘ মধ্যাহ্ন-কাল। সন্তপ্ত অন্তরে
না পাইয়া গৃহে স্থান, আইনু নির্জ্জনে,—
বাহিরে দেখিনু বিশ্ব পোড়ে ভানু করে,
ভিতরে দহিছে হৃদি দুর্ব্বাক্য দহনে।

(২)

দেখিলাম তরু এক একাকী প্রান্তরে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া লতিকা বেষ্টিত,
হৃদয় হইল দ্রব দেখিয়া তাহারে
অশ্রুজলে গণ্ড ছু'টি হইল প্লাবিত।

(৩)

এ বৃক্ষে ফুটে না ফুল, কিন্তু তরু শিরে
ফুটেছে সহস্র পুষ্প, সোণার বরণ!
গায়েতে কণ্টক, তবু লতিকা তাহারে
আদরে জড়া'য়ে আছে, করি' আলিঙ্গন।

(৪)

আর তুমি,—দৃষ্টিহীনা মানবী লতিকা!
ইচ্ছায় কেন বা কর সংসার শ্মশান?
শুষ্ক তরু ভাবি' কেন কাট' তার মূল?
স্নেহেতে জড়া'য়ে দেখো, ফুটিবে কুসুম!

বিবাহে।

—ww—

না ছিল যখন, সে ত ছিল ভাল
আছিনু আশায় হায়।
মনের মতন, ফুটিবে সে জন
সৌরভ ছুটিবে তা'য়॥
বাল্মীকির সীতা, রঘু সুদক্ষিনা
শিখা'বে ভকতি, প্রেম।
'পতিকুলে ধ্রুব', শিখিবে আপনি
পতি-দ্রব্য হবে হেম॥
আমার নয়ন, তিরপিত যা'তে
সেও তা'য় তৃপ্তি পা'বে।
দু'টী দু'টী আঁখি, একটি আমিতে
একই রূপ নিরখিবে।
বন্ধুর প্রণয়, আত্মার মিলন,
এক হাতে দু'অঙ্গুলি।
(হেথা) অমিলন লয়, হইবে মিশ্রণ
দু'য়ে এক হ'ব বলি॥
দু'য়ে এক হ'য়ে, শিখিব যে প্রেম
সে প্রেম বিশাল হ'বে।
ক্রমে পরিবার, স্বদেশ, স্বজাতি,
মানবে ব্যাপিয়া রবে॥

যা' ছিল তখন, আছিল ত ভাল,
বাঁচিয়া মরণ নয়।
বন্ধু দারা সুত, সকলি ত আছে
(তবু) সকলি অভাবময় ॥
না ছিল যখন, সে ত ছিল ভাল,
তবু প্রেম হৃদে ছিল।
চন্দ্র সূর্য্য তারা, গাহিত যে গান
লাগিত বড়ই ভাল ॥
দরিদ্রের দুঃখ, রোগীর যাতনা,
পরাণে লাগিত বড়।
তাহাদের সনে, যেমন আমার
সম্বন্ধ আছিল দৃঢ় ॥
অজের রোদনে, রতির বিলাপে,
বিদ্যাপতি, নিধু গানে।
কাঁদিত পরাণ—"কাল্পনিক" বলি
ভ্রম না হইত মনে ॥
প্রতিবেশী শোকে, হয়ে আত্মহারা,
করিয়াছি অঙ্গীকার—
"আমি ঘুচাইব তোদের দারিদ্র্য,
কেন তবে ভাব' আর ?"
এ ভাঙ্গা বীণায় নড়ে না'ক তার
উঠে না'ক আর গীতি।
শিশুর মরণে, মাতার রোদনে,
আমার নাহিক ক্ষতি ॥

নর নারী সব, যায় যাক্ মরে,
ধরা হোক্ রসাতল।
ধর্ম্ম যায় যাক্, জাতি ধ্বংস হোক্
তাহাতে নহি বিকল॥
না ছিল যখন, সে ত ছিল ভাল
এখন জীবন গেল!
ছবি গেছে ছিঁড়ে, শূন্য ফ্রেম খানি
রাখিয়াছি কেন বল?
কেন রাখিয়াছি, কে দিবে বলিয়া?
যে দিয়াছে সেই জানে।
এমনি করিয়া, মরেছে যাহারা
তাহারা না বলে কেনে।



বিলাপে।



অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি যাহা দিতে নারে
আধ ঈক্ষণতে প্রিয়! সে সুখ সঞ্চারে।
কি বলিব? কি শুনিবে সে প্রিয় কেমন?
আমি রে পাষাণী, তাই যায় নি জীবন।

(২)

হায়! সখি কি বলিব?—বলিবার নয়,
ক্ষণিক বিলম্ব তা'র প্রাণে নাহি সয়।
কুটীর বাহিরে যাব—বলিবে আমায়
'এখনি আসিও প্রিয়' বিলম্ব না হয়!

(৩)

কাতর হইয়া সে যে করিছে স্মরণ—
আমি বিনা তা'র জ্বালা নহে নিবারণ।
সরমে! ব্যাকুল প্রাণ হয়েছে আমার,
নিরবধি সব্য-আঁখি নাচে বার বার।

(৪)

আমি ত জানি না মোর আছে কোন নিধি,
আমারে দেখয়ে নাথ সৌন্দর্য্য-জলধি।
বল, সখি! কেন বল, পরাণ আমার
হয় এত বিয়াকুল? কি দুঃখ তাহারি?

(৫)

সে যেন কি ঘোর দুঃখে পড়িয়া, সজনি !
পুনঃ পুনঃ ডাকে মোরে দিবস রজনী।
কি করি, সুরমে ! তুমি বল না উপায় ?
যেতে চাই, বাধা পাই—বুঝি প্রাণ যায় !

(৬)

কভু সে ভাবিছে আমি হয়ে পাগলিনী
এলোকেশে ঘোর বেশে বাধা নাহি মানি'
শত চেষ্টা পরাক্রম করিয়া হেলন
গিয়াছি দেখিতে তা'রে, সে আছে কেমন।

(৭)

মোরে দেখে অভিমানে আঁখি ছল ছল,
কিছু না জানায় সই, কত্তই বিকল !
আমি গিয়া বসিলাম দাসী সে চরণে
রুদ্ধ-মন্দাকিনী ধারা ঝরিল নয়নে।

(৮)

চাহিয়া আমার পানে, আমার ঈশ্বর
বলিলেন, হে চপলে ! কেন হতাদর ?
কত দুঃখ পাই, প্রিয়ে ! জান ত সকলি ;
তোমার স্বরূপ 'দুঃখ' আমি যবে ভুলি।



চিত্তের প্রতি

তুমি ত সকলি পার চিত্ত মনোরমে !
কত কাল নিদ্রা যা'বে, পড়িয়া এ ভ্রমে ?
ত্যজ শয্যা সুকোমল
কিবা সুখ এতে বল ?
জাগ' সখি ! স্মর দেখি স্বরূপ তোমার,
কেন এস কেন যাও এত বারে বার ?
'আমার' 'আমার' কয়
কে বা আত্ম কে বা পর ?
পঞ্চভূত-ময় দেহ, এ নয় তোমার,
রূপ রস আদি সখি বিষয় বিকার !
যত্নে অর্থ রাশী-কৃত
কেন বা সঞ্চহ এত ?
জন্মাবার আগে যিনি আহার যোগান
আজ তুমি "আমি" সেজে কর অভিমান !
অবিশ্বাস ফেল' দূরে
ধর তা'রে দৃঢ় ক'রে
অনন্ত ভাণ্ডার, সদা পরিপূর্ণ তা'র,
কখন কি শূন্য হয় ?—সে যে সর্ব্বাধার !
উর্দ্ধে, অধে, সর্ব্বস্থানে
ঘরে, পথে, কিম্বা বনে
সতত তোমায় সে যে করিছে রক্ষণ,
মত্ত তুমি নিজ মদে, কর না দর্শন।

নিত্য নব নব বেশে
কত ছলে কাছে আসে
সরল পবিত্র সে যে বড় নিরমল !
সহে না বিষয়-আঁচ, তীব্র হলাহল।
প্রাণে প্রাণে মিশাইতে
ব্যাকুল সে চারিভিতে
কখন আদরে ডাকে, কভু মান ভরে
জ্যোতির্ম্ময়ী-মুখ ঢাকে নীরদ অম্বরে।
সহে না পরাণে তা'র
তোমার দুঃখের ভার
সীমাশূন্য ভালবাসা ঢালে অকাতরে,
তুমি তা'রে নাহি চাও—সে চায় তোমারে !
রূপ যশ ধন আশা
নাহি তা'র এ পিপাসা
বিশ্ব প্রাণ, বিশ্বময় ঢালিতেই চায় !
তুমি ঢেলে দেখ সখি ! মিশিবে তাহায়।
অদেয় তোমারে তা'র
বল কিবা আছে আর ?
সমগ্র পরাণ দিয়া অনন্য শরণ
লও তা'র পদে—সে যে তোমার জীবন !
তুমি ভুল' সদা তা'রে
সে ভুলে না ক্ষণ তরে
চাহিলে তাহার পানে সব ভুল হয়,
সত্য সখি ! সে আমার বড় প্রেমময় !

বালাযোগীর আশ্রম

হৃষীকেশ দূরে ফেলি' চলহ উত্তরে,
যথায় লক্ষ্মণ মূর্ত্তি মন্দাকিনী তটে।
সুন্দর পর্ব্বত-মালা! সুন্দর জাহ্নবী!
পর্ব্বতের কোলে কোলে গঙ্গার প্রবাহ!
হিমাদ্রি দেখিয়া হেথা মনে ভ্রম হয়,
যেন বা মেনকা রাণী উমার বিদায়ে
কাঁদিয়ে দাঁড়া'য়ে আছে পশ্চাৎ ফিরিয়া;
উমার গমন পথ না পারি দেখিতে
সীমন্তের দুইধারে মুক্ত কেশপাশ
এলায়ে পড়েছে যেন পর্ব্বত আকারে।
প্রভাতে তপন উঠে পর্ব্বত পশ্চাতে,
সিন্দুরের টীপ মত মেনকার ভালে।
দূরে—গঙ্গা পার হেতু লছ্‌মন্‌ ঝোলা,
ঝুলিছে শৃঙ্খল-বাঁধা স্তম্ভশির হ'তে।
ঝোলা পারে গঙ্গাতটে আছে দাঁড়াইয়া
আপন ছায়ায় ঘেরা বটবৃক্ষরাজি।
দূরে দেখ চেয়ে ওই হিমগিরি শিরে
পবিত্র আশ্রম শোভে—বটতরু মূলে;
অহো! কি সুন্দর তরু, পত্রে পত্রে আঁকা

কোটি কোটি ইন্দ্রধনু, নানাবর্ণ-মাখা
যথা কাচ খণ্ড দিয়া দেখিলে দেখায়
সর্ব্ববর্ণ-ভরা তরু চিত্রে আঁকা যেন।
উর্দ্ধে তরু-শিরঃআছে আকাশ ছাইয়া ;
কিছু নিম্নে, দেখ চেয়ে ত্রিঝুরি নেমেছে,
সহস্রার ছত্রতলে ত্রি-নাড়ীর মত
মধ্যঝুরে স্কন্ধ মাঝে শোভিছে সুন্দর
ঘেরিয়া এ বালাশ্রম—আলোক মন্দির!
এই সেই পুণ্যাশ্রম সুন্দর মন্দির
রজতের গিরি মত উদ্গারিছে আভা!
মন্দির শিখর দেশে ধীর প্রস্রবণ
বহে মন্দ রবে—হরশির জটে যথা
শিব-সীমন্তিনী হেলে দুলে কথা কয়
উন্মত্ত ভাষায়!—কিম্বা, যথা মৃদুরব
শূন্যে ভেসে আসে, বারি বরিষণ কালে।
মন্দিরের ভাল তটে কৌমুদীর মাঝে
শোভে অর্দ্ধমাত্রা কোলে দীপক উজ্জ্বল—
মহেশের মৌলে যথা চন্দ্রদল শোভে!
ব্যাঘ্র ছালা চারিধারে আঁকা কটিতটে,
মনে হয়, দিগম্বর দিয়াছে আশ্রয়
মন্দির মূরতি ধরি' বালক যোগীরে!
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ!—বালা যোগী একা
কা'র ধ্যানে নিমগন সেই যোগী জানে!
নির্জ্জন আশ্রম ভূমি! শান্ত দশদিক—

•

ঊর্দ্ধে দুলে নীলাকাশ—নীচে হিমালয়!
নীরব প্রকৃতি!—প্রকৃতির নীরবতা
দূর হৃদয়ের তলে, শান্তি দেয় আনি'।।
অকস্মাৎ চারিধারে "ব্যোম্" শব্দ উঠে;
কূলে কূলে গঙ্গা ডাকে করি প্রতিধ্বনি,
উপরে মন্দির ডাকে গাল বাদ্য করি।
চিত্র বটতরু যেন শির দোলাইয়া
সাদরে সম্ভাষে কা'রে। মন্দিরের দ্বারে
বৃদ্ধ এক দাঁড়াইয়া, ভস্ম অঙ্গে মাখা,
শিরে শোভে জটাভার, গলে অক্ষ দোলে।
কাতরে ডাকিল বৃদ্ধ 'গুরু দয়াময়!'
খুলিল মন্দির-দ্বার আপনা আপনি!
ঝলসিল অন্তর্জ্যোতি বাহিরে আসিয়া
উল্কার প্রকাশ মত—স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ মাখি'
বৃদ্ধ শিষ্য প্রবেশিল মন্দির ভিতরে।
মধুর নিঃস্বনে—ধীরে—মুদিল মন্দির,
যথা মুদে কমলিনী চন্দ্রমা উদয়ে
ষট্‌পদ ধরিয়া হৃদে, অতি ধীরে ধীরে!
সুনীল আসনে বসি', স্থির সুখাসনে
বালাযোগী—অঙ্গে মাখা কোটি-সূর্য্য-আভা!
চন্দ্র-কোটি সুশীতল! কপালে চন্দ্রমা—
আঁখি-তারা স্থির—বাঁধা তৃতীয় নয়নে,
মৌলিবদ্ধ জটাতলে। এখানে ওখানে
মৌলিমুক্ত কেশগুচ্ছ এসেছে নামিয়া

চন্দ্রাগ্নি-উজ্জ্বল নীল কুন্তল ছাড়িয়া,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত সুকোমল ভালে।
ভ্রমর তারকা !—মধুপানে মত্ত হ'য়ে
ডুবিয়াছে আঁখি-পদ্মে, উড়িতে না পারি' ;
চারু মুখে বিম্ব ওষ্ঠ—কহনে না যায়
কি শোভে অলক্তরাগ তুষার কমলে !
গলে শোভে মুক্তাহার, রুদ্রাক্ষে জড়িত ;
কটিতটে ব্যাঘ্রছালা, অযত্নে বেষ্টিত ;
মৃণাল সুভুজ আছে বিলাসে পড়িয়া
উরু'পরে বদ্ধাসনে—কুঙ্কুম রঞ্জিত
করাঙ্গুলি সহ মিশিয়াছে পাদপদ্ম—
চন্দ্রে চন্দ্রে ঝকমকি অপূর্ব্ব মাধুরী !
সুন্দর এ বালাযোগী—কভু মনে হয়
এ যেন গোপন মূর্ত্তি—যেন ছদ্মবেশে
ধ্যানে মগ্ন এ আশ্রমে গিরিরাজ-সুতা !
বৃদ্ধ শিষ্য প্রণমিল যুবা গুরু পা'য়
আর জিজ্ঞাসিল, "গুরো ! যাবে কতদিন
এ ভাবে অজ্ঞান মাঝে ? দাও জাগাইয়া,
দেখুক নয়ন মোর—কেমনে আমার
হিয়ার এ গুরু-মূর্ত্তি, জগতের গুরু,
কেমনে এ ইষ্ট-মূর্ত্তি, বিশ্বরূপ ধরে ?"
সংশয় না রয়—আর নয় বিপর্য্যয়,
দাও মিটাইয়া প্রভো !—দাও কৃপা করি ;
দেখি আমি 'তৎ ত্বং' অপূর্ব্ব মিলন !

ঘুমঘোরে যুবা-গুরু মেলিল নয়ন
মৌন ব্যাথা বৃদ্ধ-শিষ্য সংশয় ছেদন।
সুন্দর দক্ষিণা মূর্ত্তি! সুন্দর কেমন
শব্দব্রহ্মে বিজড়িত পরব্রহ্ম যেন!
কভু অর্দ্ধ-নারীশ্বর মঙ্গল মিলন ;
কোটি নাম—কোটী রূপ—চিত্ত বিনোদন
সকলি আমার গুরু মদনমোহন
নমি আমি, নমি গুরো! দক্ষিণা মূরতি,
মায়া না পরশে, নাথ! এই গো মিনতি।



বসন্ত বিদায়ে

বসন্ত আসিয়া গেল—এখনও আর
কেন রে বিহগ! তুল' ও মধু ঝঙ্কার?
ভাঙ্গি' ঘোর নিস্তব্ধতা, কা'রে ডেকে কও কথা?
সে বুঝি গিয়েছে চলে দূর দূরান্তর?
শুনিলে আসিবে ছুটি' বুঝি তোর স্বর?
ডাক্ রে বিহগ! তবে, কোথায় সে স্থির র'বে?
ডাকিলে থাকিতে নারে—কেমন স্বভাব
যায় যায় ফিরে আসে, ধ'রে কত ভাব!
নিতুই বসন্ত পাখি, তা'র সনে মাখা মাখি
তাই বুঝি প্রিয় এত বসন্ত তোমার?
কুহুরবে গুণ তা'র করিছ প্রচার?
শুন রে উত্তর ছলে, প্রতিধ্বনি ওই বলে
"আমি ত তোমাতে আছি," নতুবা, কি হয়
অবোধ বিহগ! এত স্বর মধুময়?
যাহারে বলিছ "আমি," সে "আমি" রে নহ তুমি
তবুও বুঝিতে নার' মায়ার বিকার?
অথবা, তোমারি সব কর্ম্ম ফেরফার?
কাহারে খুঁজিতে যাও? কে বা নেই—কা'রে চাও?
আসে না, যায় না, সে যে পরিপূর্ণ সদা!
'ডাক' বা না ডাক'—দেখো হিয়ায় সর্ব্বদা!

সমাপ্ত।

